পুরীর মন্দির

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, এম. এ.

পুরীর মন্দির

(ষ্টারে অভিনীত)

প্রথম অভিনয় রজনী—১৮ই জুলাই, শনিবার, ১৯৪২

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, এম. এ.

—প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

উৎসর্গ

৺ঠাকুর হরনাথের শ্রীচরণকমলোদ্দেশ্যে

আমার কথা

আজ 'পুরীর মন্দির' "ষ্টারে" মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে। আমার কল্পনা-বালুকাগর্ভে যে অমূল্যরত্ন লুক্কায়িত ছিল এতদিন, তাহার উদ্ধার সাধন করে, তাহাকে আজ সর্ব্বজনোপভোগ্য কর্‌তে সমর্থ হয়েছে শুধু 'ষ্টারে'র সুযোগ্য পরিচালক ও নাট্যকার মহেন্দ্রবাবুর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম এবং ষ্টারের স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী সলিলবাবুর নিঃসংকোচ অর্থব্যয়। এই নাটকে চরিত্র চিত্রণের চেয়ে কথাবস্তুকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। উহার কারণ, আমাদের দেশের নরনারীগণ যাহাতে প্রধান তীর্থ পুরীধামের প্রকৃত কাহিনী অতি সহজে ও অনাবিল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, আশা করি, দর্শক ও পাঠকবর্গ এই নাটকখানিতে নাটকীয় কোন ক্রটি থাকিলে, তাহা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। পরিশেষে আমি 'ষ্টারে'র কর্ম্মকর্ত্তা ও শিল্পীবর্গকে তাঁহাদের সহৃদয়তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত

লেখক

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—

১৮ই জুলাই, শনিবার, বেলা ৫॥টা।

সংগঠনকারীগণ

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুত সলিলকুমার মিত্র, বি-কম্

প্রয়োগশিল্পী—শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

মঞ্চশিল্পী—শ্রীযুত পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)

স্বরশিল্পী—শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দাস

ও

শ্রীযুত গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নৃত্যশিল্পী—শ্রীযুত হিমাংশু রায়

ও

শ্রীযুত ব্রজবল্লভ পাল।

মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

স্মারক—শ্রীযুত বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঐ সহকারী—শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আলোক সম্পাতকারী—শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ

রূপসজ্জাকর—শ্রীযুত নন্দলাল গাঙ্গুলী

এম্প্লিফায়ার বাদক—শ্রীদুলাল মল্লিক

যন্ত্রীসঙ্ঘ—শ্রীযুত বিদ্যাভূষণ পাল

শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুত ললিতকুমার বসাক

শ্রীযুত বসন্তকুমার গুপ্ত

কুমার গোপেন্দ্রনারায়ণ

শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ

বলরাম—শ্রীমঙ্গল চক্রবর্ত্তী

নারায়ণ—শ্রীমতী শেফালী

বিশ্বকর্ম্মা—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্রদ্যুম্ন—শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাপতি—শ্রীসিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী

শক্তিধর—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

বিশ্বাবসু—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নীলাচলরাজ—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বত্নসেন—শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মাতলা—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাখাল—মাষ্টার সতু

বালক নর্ত্তক—শ্রীমতী স্মৃতি চক্রবর্ত্তী

সৈনিকগণ ও ব্রাহ্মণগণ } বিমলবাবু ২নং, শৈলেনবাবু, ব্রজেনবাবু, ফণিবাবু, অবিনাশবাবু, কৃষ্ণদাস।

সুভদ্রা—শ্রীমতী রূপালী দাস

অবন্তীর রাণী—শ্রীমতী সন্ধ্যাদেবী

নীলাচল রাণী—শ্রীমতী তারকবালা

ললিতা—শ্রীমতী উষা দেবী

ময়না—শ্রীমতী বীণা

বুলবুলি—শ্রীমতী সরসী

সখীসঙ্ঘ—শ্রীমতী তারকবালা, সরসীবালা. লীলাবতী, পরশমণি, লক্ষ্মীমণি, রবিশশী, বীণা ১ নং, বীণা ৩নং, পারুল, বিজলী, পুষ্প, হাসি চপলা, ইরা, মৃণালিনী, নলিনী।

নাটকের পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষগণ

নারায়ণ, বলরাম, বিশ্বকর্ম্মা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন	অবন্তীরাজ
বিদ্যাপতি	ঐ মন্ত্রী ও সেনাপতি
শক্তিধর	ঐ সহকারী
নীলমাধব	নীলাচল বা উৎকল-রাজ
বিশ্বাবসু	শবররাজ
মাতলা	সর্দ্দার
রত্নসেন	বণিক
রাখাল	ছদ্মবেশী নীলমাধব

ব্রাহ্মণগণ, অবন্তীসেনা, বিদিশা সৈন্যগণ, রাখালবালকগণ, নর্ত্তক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

সুভদ্রা

অবন্তীর রাণী

নীলাচলের রাণী

ললিতা	বিশ্বাবসুর কন্যা
ময়না, বুলবুলি	ঐ সখীদ্বয়

পরিচারিকা, নিদ্রা-ভঙ্গকারিণীগণ, শবর-রমণীগণ ইত্যাদি।

পুরীর মন্দির

পুরীর মন্দির

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অবন্তী রাজপ্রাসাদ।

বাতায়ন পথে উষার শুভ্র রশ্মির ক্ষীণ আলোক ভাসিয়া আসিল। সেই সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গকারিণীগণ গান গাহিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

(গান)

চম্পক বরণী উষা
এল এল এল দ্বারে।
উদয় দিগন্তে চাহি
বরণ করি গো তারে।
অরুণ কিরণ মুকুট ললাটে
চরণে তিমিরাসুর
ভুজে ঝলমল আলোক খড়্গ
জেগে উঠে দশপুর।

ওগো ঘুমন্ত জাগো জাগো
উষার আশীষ মাগো,
যাবে রোগ শোক কল্যাণ হোক
বন্দনা করি তারে।

তাহারা গান গাহিয়া চলিয়া গেল। এবার বাতায়ন পথে উষার স্বর্ণরশ্মি প্রবেশ করিল, দূরে একটা বাদ্যধ্বনি ও রাজা ইন্দ্রের বিজয় কোলাহল শোনা গেল।

(জয় অবন্তীপতি মহারাজ ইন্দ্রের জয়)

রাজা। আমার বিজয় ধ্বনি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। মহারাজ! সেনাপতি বিদ্যাপতি।

রাজা। বিদ্যাপতি! নিয়ে এসো। (পরিচারিকার প্রস্থান) বিদ্যাপতি ফিরে এল এত শীঘ্র!

বিদ্যাপতি প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে অভিবাদন করিলেন।

বিদ্যা। সম্রাট জয়তু।

রাজা। এসো এসো বিদ্যাপতি—একাধারে মন্ত্রী ও সেনাপতি! তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ?

বিদ্যা। না মহারাজ আমি পার্ল্লুম না—

রাজা। পার্ল্লে না!

বিদ্যা। বণিক রত্নসেনকে রাজ আজ্ঞা জানালুম—বল্লুম তাঁকে যে অবন্তীর মহারাণীর প্রসাধনের জন্য তোমার ভাণ্ডারের সমস্ত অগুরু চন্দন দান কর্ত্তে হবে। সে কিছুতে স্বীকৃত হ'ল না।

রাজা। কি বললে রত্ন সেন ?

বিদ্যা। বললে, তাঁর সমস্ত অগুরু চন্দন নীলাচলে অন্য একজনের প্রসাধনের নিমিত্ত—অবন্তীর রাণীর জন্য নয়।

রাজা। এত স্পর্দ্ধা! কে সে নীলাচলবাসী, অবন্তীর সম্রাজ্ঞীকে উপেক্ষা করে,—যার এই সম্মান, সে কে ?

বিদ্যা। রত্নসেন তা কিছুতে প্রকাশ কর্লে না, মহারাজ।

রাজা। হুঁ—তার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে এনেছ ?

বিদ্যা। অবন্তীর রাজসৈন্য আসছে সংবাদ পেয়ে, সে বহু পূর্ব্বে সমস্ত প্রসাধন সামগ্রী নীলাচলে প্রেরণ করেছে!

রাজা। প্রেরণ করেছে! তবে কি উপহার নিয়ে তুমি এসেছ অপদার্থ—আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে ?

বিদ্যা। আমি—আমি দুর্ব্বৃত্ত রত্নসেন ও তার সমস্ত পরিজনকে বন্দী করে নিয়ে এসেছি মহারাজ! তারা পার্শ্বের কক্ষেই অবস্থান কচ্ছে—যদি আজ্ঞা হয়—

রাজা। রত্নসেন—আচ্ছা নিয়ে এসো!

(বিদ্যাপতির প্রস্থান)

রাজা। আমায় কি শেষে পরাজয় মানতে হবে, প্রসাধানপ্রিয়া মহারাণী চেয়েছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ অগুরু চন্দন! বণিক রত্নসেনকে আয়ত্তে পেয়েও রাণীর সে বাসনা আমি পূর্ণ করতে পারব না! না এ হতে পারে না—অসম্ভব—অগুরু চন্দন আমার চাই।

(রত্নসেনের প্রবেশ)

রত্ন। কিন্তু সে আপনি পাবেন না মহারাজ!

রাজা। পাবো না ?

রত্ন। না—

রাজা। তোমার স্পর্দ্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি রত্নসেন—কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছ, স্মরণ রেখো!

রত্ন। জানি—আপনি একজন মানুষ—

বিদ্যা। বল, অবন্তীর সম্রাট—

রত্ন। অবন্তীর সম্রাটও ঠিক তেমনি রক্ত মাংসের মানুষ—যেমন মানুষ অবন্তীর প্রত্যেক প্রজা—প্রতিটি পথের ভিক্ষুক —

রাজা। রত্নসেন!

রত্ন। আমার অগুরু চন্দনে লোভ করবেন না মহারাজ; ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই অগুরু চন্দন কোনো সাধারণ মানুষের জন্য নয়; সে লাগছে এক মহাজনের সেবায়।

রাজা। আমি জানতে চাই—কে তোমার সেই মহাজন?

রত্ন। তিনি স্বয়ং নীলাচলনাথ!

রাজা। নীলাচলনাথ! কে সে? নীলাচলের কোথায় তাঁর অবস্থান?

রত্ন। হাঃ হাঃ হাঃ কোথায় নয় বলো? রাজা, তোমার অন্তরের বাসনা উঁকি মাচ্ছে তোমার চোখের দৃষ্টিতে! আমি জানি, তুমি কি চাও—আমি বুঝতে পেরেছি তাঁকে আয়ত্তে এনে তুমি আমার অগুরু চন্দনের অধিকারী হতে চাও। হাঃ হাঃ হাঃ।

রাজা। বল, বল—

রত্ন। আমি বলব না।

রাজা। বলবে না!

রত্ন। না।

রাজা। অগুরু চন্দন—

রত্ন। সেও তো বলেছি—দেবনা।

রাজা। রত্নসেন—আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে। এখনও তোমার শেষ সুযোগ দিচ্ছি, শেষবার জিজ্ঞাসা কচ্ছি—আমার আদেশ তুমি মানবে কি না—?

রত্ন। আমিও শেষবার বলছি রাজা, নীলাচলনাথকে যে প্রভু বলে প্রণাম করে, সে অন্য কোন রাজাকে মানতে পারেনা! কি শাস্তি দেবে দাও—প্রাণদণ্ড?

রাজা। সেই প্রাণদণ্ড, যা'তে তিলে তিলে অনুভব কর্ত্তে পারবে, তা'রি ব্যবস্থা করবো! রাণীর প্রসাধনের জন্যই চেয়েছিলুম অগুরু চন্দন, তা যখন দিলে না, তখন যাও বিদ্যাপতি, ঘাতককে বল—এই রত্ন বণিক এবং বালক বৃদ্ধসহ এর সমস্ত পরিজনের হস্তপদ কর্ত্তন করুক! এদের বিকলাঙ্গ হতে ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ঝরে অবন্তীর রাজপথ শোভিত হবে রক্ত চন্দন তিলকে, সেই রক্তচন্দন মণ্ডিত পথে মহোল্লাসে চলবে মহারাণীর বিলাসরথ। যাও—রক্তচন্দন! রক্ত চন্দন!

রত্ন। নীলাচলনাথ—নীলাচলনাথ—অপরাধীকে ক্ষমা করো, নীলাচলনাথ!

(রত্নসেনকে লইয়া বিদ্যাপতির প্রস্থান)

রাজা। নীলাচলনাথ—নীলাচলনাথ! দেখবো আমি কত শক্তি ধরে তোমার নীলাচলনাথ—

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ। অবন্তী রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ—

রাজা। এসো—এসো মহারাণী !

রাণী। ও কাদের আর্ত্ত ক্রন্দন !

রাজা। ঐ ক্রন্দন রোলে বাজছে আমার বিজয় দুন্দুভি ! যারা অগুরু চন্দন দিয়ে তোমার পূজা দিতে চায় না—তাদের কর্ত্তিত দেহ হতে জোর করে আহরণ কর্চ্ছি ঐ রক্তচন্দন।

রাণী। এ কি তুমি কর্চ্ছ মহারাজ ! জোর করে ওদের দেহ হতে...ঐ......ঐ ঘাতক, হস্তপদ কর্ত্তন কর্চ্ছে—ওই ওরা—হাহাকার কর্চ্ছে। ওঃ এ আমি সইতে পারিনা—সইতে পারিনা।

রাজা। সইতে হবে। নইলে ওরা যে অগুরু চন্দন দেয় না।

রাণী। কিন্তু আমি—আমি তো রাক্ষসী নই ! ও রক্তধারা দিয়ে কি করব মহারাজ ! আমি চাইনা—চাইনা আর প্রসাধন কর্ত্তে ! এ অত্যাচার বন্ধ কর তুমি।

রাজা। না, অত্যাচার তবু হবেই, এ আমার রাজধর্ম্ম, উদ্ধত বিদ্রোহীর শাস্তি !

রাণী। মহারাজ—আপনার পদতলে বসে কাতর মিনতি—

রাজা। আঃ—যাও রাণী ! স্মরণ রেখো অবন্তীরাজ ইন্দ্রের আদেশ নারীর অশ্রুজলে কোনদিনই ভেসে যায় নি ! যাও—

রাণী। যাচ্ছি। জানি, দুর্ব্বলা নারী আমি—সাধ্য কি আমার তোমায় বাধা দিই। আমাকে উপলক্ষ্য করে আমারি জন্যে এ নরনির্য্যাতন! নারায়ণ, এ অপরাধ যেন অভিশাপ হয়ে নেমে আসে আমারি মাথার উপরে, আমার স্বামীর অকল্যাণ কোরোনা নারায়ণ।

(প্রস্থান)

রাজা। নারায়ণ! কি অকল্যাণ কর্ব্বে আমার নারায়ণ! বিদ্রোহী উদ্ধত যারা তাদেরই শাস্তিদাতারূপে আমায় প্রেরণ করেছে পৃথিবীতে ওই তোমার নারায়ণ!

(আকাশ পটে নারায়ণের আবির্ভাব)

নারায়ণ। অবন্তীরাজ!

রাজা। কে?

নারায়ণ। আমি নারায়ণ।

রাজা। নারায়ণ!

নারায়ণ। আমারি প্রতিনিধিরূপে তুমি মানুষকে শাস্তি দিচ্ছ রাজা?

রাজা। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি—তুমি সেই ঈশ্বর। কুরুক্ষেত্রে অশ্বরশ্মি ধরেছিলে তুমি মানুষকে শাস্তি দিতে, নক্র, দৈত্য প্রভৃতি হননের জন্যে ধরেছিলে তুমি ভয়াবহ সুদর্শন চক্র।

নারায়ণ। কিন্তু আমার তো অন্য মূর্ত্তিও আছে রাজা।

রাজা। কি সে মূর্ত্তি?

নারায়ণ। মূরলী বয়ান, ত্রিভঙ্গিম ঠাম—প্রেম বিতরিতে বিশ্বে ব্যথিত পরাণ।

রাজা। সে নবনী কোমল ঢল ঢল মূর্ত্তি—গৃহী বা সন্ন্যাসীর উপাস্য—আমার নয়। আমি রাজা—আমি তোমার বিশ্বধ্বংসী মূর্ত্তির উপাসক!

নারায়ণ। রাজা মতি পরিবর্ত্তন কর, মানুষকে ক্ষমা কর ভালবাসতে শেখ।

রাজা। বলেছি তো—আমি রাজা, ক্ষমাধর্ম্ম আমার জন্য নয়।

নারায়ণ। কিন্তু তোমায় সেই ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে হবে।

রাজা। আমি কর্ব্বনা—কার সাধ্য আমায় অবনত করে।

নারায়ণ। তোমাঁয় অবনত কর্ব্বে—একজন।

রাজা। কে—কে আমায় অবনত কর্ব্বে, বল—বল—

নারায়ণ। সে নীলাচলনাথ—

রাজা। নীলাচলনাথ! আবার সেই নীলাচলনাথ—এত স্পর্দ্ধা তার পদে পদে আমার অধিকার ক্ষুন্ন কর্ত্তে চায়—আমি তাকে দেখে নেবো। বল নারায়ণ, কে সে নীলাচলনাথ—কোথায় সে নীলাচলনাথ?

নারায়ণ। তাঁর নাম নীলমাধব।

রাজা। নীলমাধব!

নারায়ণ। সমগ্র নীলাচলবাসী তাকে জানে তাদের প্রভু বলে, তাই তাকে বলে সবাই নীলাচলনাথ—শোনো রাজা, সেই নীলমাধব হতে হবে তোমার ঔদ্ধত্যের চির অবসান, পার যদি সেই নীলমাধবকে তুমি বন্দী কর—বন্দী কর—(অন্তর্দ্ধান)

রাজা। নারায়ণ—নারায়ণ! স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল! ঐ নীলাচলনাথকে আমি—বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতি—

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

বিদ্যা। মহারাজ !

রাজা। সমগ্র বাহিনী সজ্জা কর—নীলাচলে অভিযান কর—নীলাচলনাথকে—

বিদ্যা। নীলাচলনাথ !

রাজা। হ্যাঁ—নাম তাঁর নীলমাধব—সেই নীলমাধবকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে এসো অবন্তীর লৌহ কারাগারে। আমায় অবনত কর্ব্বে নীলমাধব……হাঃ হাঃ হাঃ

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

শক্তিধর ও জনৈক অবন্তী সৈনিক।

শক্তি। আশ্চর্য্য ব্যাপার—আশ্চর্য্য ব্যাপার। এখনো তোমরা কোন সন্ধান পেলে না ?

সৈনিক। না প্রভু, নীলমাধব নামে নীলাচলে কোন রাজা নেই।

শক্তি। কোন রাজা নেই, কিন্তু সেনাপতি বিদ্যাপতি যে বল্‌লেন, স্বয়ং মহারাজ তাঁকে বলেছেন—সেই নীলমাধব নীলাচলের অধিপতি! তাঁকে বন্দী কর্ব্বার জন্যে এই বিপুল সেনা সমাবেশ করে আমরা নীলাচল অবরোধে এসেছি, অথচ এমনি বিচিত্র—পক্ষকাল সন্ধান করেও নীলমাধবকে পেলুম না।

সৈনিক। আমরা তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি প্রভু! আদেশ করেন তো আবার সমস্ত নীলাচল তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি!

শক্তি। না! সেনাপতি বিদ্যাপতি শিবিরের বাইরে গেছেন। তিনি ফিরে এলে যে আদেশ করেন তাই হবে—আপাততঃ বিশ্রাম করগে।

সৈনিক। যথা আজ্ঞা প্রভু!

(প্রস্থান)

শক্তি। নীলমাধব—অদ্ভুত কুহকী বটে এই নীলমাধব, সাগর স্রোতের ন্যায় অগনন অবন্তী সেনার এত সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কোথায় লুকিয়ে রইল নীলমাধব।

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

বিদ্যা। পেয়েছি, সন্ধান পেয়েছি শক্তিধর!

শক্তি। সেনাপতি! কোথায় নীলমাধব?

বিদ্যা। এই নীলাচলপ্রান্তে শবর পল্লীতে।

শক্তি। শবর পল্লীতে!

বিদ্যা। হ্যাঁ! ব্যর্থ মনস্কাম হয়ে অবন্তীতে ফিরে যেতে হবে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে ওই নদীতটে পদচারণা কচ্ছিলুম, এমন সময় এক ঘনশ্যামকান্তি রাখাল বালক আমাকে এসে জানিয়ে গেল—নীলমাধব লুকিয়ে আছে—নীলাচল প্রান্তের অদৃশ্য শবর পল্লীতে। বাহিনী সজ্জা কর শক্তিধর—শীঘ্র শিবির তুলতে বল—এই মুহূর্ত্তে আমরা নীলাচলের শবর পল্লী অবরোধ করব।

শক্তি। যথা আজ্ঞা সেনাপতি!

(প্রস্থান)

বিদ্যা। নীলাচলনাথ! আমারি ভয়ে ভীত হয়ে তুমি আত্মগোপন করেছ শবর পল্লীতে। ভেবেছ পরিত্রাণ পাবে এমনি করে। তোমায় তো বন্দী কর্ব্বই—আর শুধু তুমি নও— তোমায় আশ্রয় দানের অপরাধে ধ্বংস হবে সমস্ত শবর জাতি।

(কানুর প্রবেশ)

কানু। *এ তোমার কেমন ধারা বিচার সেনাপতি!*

বিদ্যা। এ কি! রাখাল বালক? তুমি আবার এলে?

কানু। না এসে করি কি বল! তোমাদের কাণ্ড দেখে আমার যে আক্কেল গুড়ুম।

বিদ্যা। কেন কি করেছি আমরা।

কানু। কি করনি তাই বল! একবার তো কল্লে আমায় ঠুঁটো জগন্নাথ—

বিদ্যা। ঠুঁটো জগন্নাথ—

কানু। তোমাদের রাণীর সাজবার জন্য চাই "চন্দন"—তার ফলে হাত পা কাটা গেল আমার।

বিদ্যা। তোমার? হাত পা কাটা হয়েছে তো একজন ব্যবসায়ী রত্নসেন ও তার আত্মীয় পরিজনের।

কানু। হারে অন্ধ! যেখানে যে আঘাতটী কর—তার প্রতিঘাত এসে বাজবে ঠিক এই এক জায়গাটীতে!

বিদ্যা। রাখাল!

কানু। ওসব কথা থাক! এখনও হিতবুদ্ধি ধর, সৈন্য সাজিয়ে বেচারী শবরদের ওপর অত্যাচার কর্ত্তে যেয়োনা—তার ফল বিশেষ স্থবিধে হবে না। নীলমাধবকে ও ভাবে কিছুতে বন্দী কর্ত্তে পারবে না।

বিদ্যা। কেন পারবোনা?

কানু। আঃ তর্ক কোরোনা—যা বলছি শোনো—চুরী বিদ্যা জানা আছে?

বিদ্যা। চুরী!

কানু। আকাশ থেকে পড়লে যে! তবে তুমি কিসের মন্ত্রী? বেশ্ না জানোতো আমি শিখিয়ে দেব'খন!

বিদ্যা। রাখাল !

কানু। বুঝছনা। সেই নীলমাধব বড্ড ধড়িবাজ—ননী চুরী থেকে বসন চুরি—মেয়ে চুরী সব বিদ্যায় ওস্তাদ। তাকে ধরতে হলে—তোমায়ও পাকা সিঁদেল চোর হতে হবে, বুঝেছ, পাকা সিঁদেল চোর।

(প্রস্থানোদ্যত)

বিদ্যা। রাখাল—রাখাল—

কানু। পিছু ডেকোনা—আমি আড়াল থেকে তোমায় সব শিখিয়ে দেব ! নীলমাধব চুরি সহজ কথা নয় বাছা, ওর আগে একটী মেয়ে চুরী কর দেখিনি, বুঝবো তোমার বীরপনা।

(প্রস্থান)

বিদ্যা। যেয়োনা, শোনো রাখাল—রাখাল—

(শক্তিধরের প্রবেশ)

শক্তি। সেনাপতি, বাহিনী প্রস্তুত !

বিদ্যা। না—তোমরা এখানে অবস্থান কর। নীলমাধবকে ধরতে যাবো আমি একা—ছদ্মবেশ নিয়ে।

তৃতীয় দৃশ্য

সমুদ্রতীর

(জ্যোৎস্নারাতে শবর মেয়েদের গান)

তার চোখেতে মদির নেশা সোহাগ মুখে
চল দেহ এলায়ে দিই তাহার বুকে।
আকাশে বাতাসে কে বাজায় বাঁশী
রূপালী চাঁদিনী সই, লুটায় হাসি।
প্রাণের পীতম মোর এসেছে বুঝি
মহুয়া বনে ফেরে আমারে খুঁজি
ওগো আমারে খুঁজি।

ললিতা। ময়না!

ময়না। ওলো এই যে রাজার বেটী এসেছে রে, আহা ফুলের কুড়িটি যেন! ভাবছি ভোমর জুটবে কবে।

ললিতা। তবে রে মুখপুড়ী—

(ময়নার গলা টিপিয়া ধরিল)

ময়না। ওগো ছাড় ছাড়—বড্ড লাগে—আমি যে তোমার ময়নাটি।

বুলবুলি। (ছুটিয়া আসিয়া) ওলো সই দ্যাখ দ্যাখ ওখানে কে?

ময়না। রাক্ষসের বেটা হবে বুঝি—কেমন কটমট করে চেয়ে আছে, দেখছিস্? ওগো গিলে ফেলবে না তো—রসমঞ্জরীটাকে আমাদের!

ললিতা। (স্বগত) কে ওই সুন্দর যুবা সন্ন্যাসীর বেশে—
গাণ্ডিবী অর্জ্জুন কিবা—
রৈবতকে হইল উদয় ?

ময়না। লক্ষ্য ত ঠিক হয়েছে। এবার শিকারটা করে ফেল তো যাদুমনি !

ললিতা। আঃ চল্ শীগগীর, আর এখানে নয়, সাগর সিনানে যাই আয়—

(প্রস্থান)

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

বিদ্যা। কে ঐ সুন্দরী, দেবী কী অপ্সরী ?
মর্ত্তলোকে হেন রূপ বুঝি অসম্ভব।
কি সুন্দর গতি ভঙ্গী মরাল সমান
প্রতি পাদক্ষেপে বেলাভূমে—
রক্ত পদ্ম উঠেছে ফুটিয়া।
লতায়িত দেহ ভরি উন্মুখ যৌবন
হেলিতেছে সাগর তরঙ্গ সম।
ঐ নামে সমুদ্র সিনানে
সাগরের বক্ষে যেন
দলে দলে কুসুম স্তবক
দুলিতেছে তরঙ্গ দোলায়।
না না—অকস্মাৎ একি মোহ মোর !
কর্ত্তব্য সাধক আমি—অবন্তীর সেনাপতি—
আসিয়াছি সন্ধানিতে যে নীল মাধবে ;

কর্ত্তব্য পালিতে এসে, কেন দুর্ব্বলতা মোর ।
রমণীর মাধুরী নেহারি ?

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠে কোলাহল)

সখা। উঠে এসো উঠে এসো—পাহাড়ি প্রমাণ ঢেউ।

ময়না। গেল রাজকুমারী আমাদের ডুবে গেল—কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর—

বিদ্যা। সর্ব্বনাশ, ডুবে যায় সিন্ধুগর্ভে সোনার প্রতিমা !
না না ভয় নেই, ভয় নেই বালা—
আমি আছি সহায় তোমার।

(প্রস্থান)

(মাতলার প্রবেশ)

ময়না। ময়না ! ময়না—কোথায় গেলি ময়না ! রাগ করিস নি ?
স্যাকড়া ডেকে মোহর কিনে
গড়িয়ে দেব গয়না !
কোথায় গেলি ময়না।
উঁহু, ময়না তো দূরে থাক, একটা ঝড়ো কাকেরও যে আওয়াজ পাচ্ছিনা এদিকে।

(কানাইয়ের প্রবেশ)

কানাই। ময়না তোমার লোপাট হল সর্দ্দার—ময়না লোপাট হল !

সর্দ্দার। কে'ও ? কানাই ? তুমি ?

কানাই। আরে ফের—ওই দেখছ একটা লোক এই দিকে আসছে, আর বার বার ঐ দিকে ফিরে চাইছে।

সর্দ্দার। আরে এই যে মেয়েদের দল। তার মাঝে আমার ময়নাটি।

কানু। ময়নাকে পরে দেখো—ঐ লোকটাকে আগে দেখনা!

সর্দ্দার। কেন? কেও?

কানু। ওটা একটা সিঁদেল চোর।

সর্দ্দার। সিঁদেল চোর!

কানু। হ্যাঁ ওকে রাজার কাছে ধরিয়ে দাও, নইলে সব চুরী হবে সর্দ্দার, সব চুরী হয়ে যাবে।

(প্রস্থান)

সর্দ্দার। হুঁ চুরী হলেই হল। মাতাল সর্দ্দার জেগে থাকতে শবর-রাজ্যে চুরী! দেখিয়ে দেবনা চোরকে!

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

বিদ্যা। যাক্ বিধাতা রেখেছে মান—
রক্ষিয়াছি বালিকার প্রাণ!
যাই এবে আপনার কর্ত্তব্য সাধিতে। কিন্তু কে ঐ বালা?

সর্দ্দার। ওহে নজরটা এধারে একবার—

(বিদ্যাপতি ফিরিলেন)

সর্দ্দার। ওঃ সবুজ পরীর বদলে কালো দৈত্য দেখে আঁৎকে উঠলি নাকি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

বিদ্যা। কে তুমি?

সর্দ্দার। আমি মাতলা! তোর নেক নজরটা ঐ ছুড়িগুলোর উপর কেন রে?

বিদ্যা। কি বলছ তুমি?

সর্দ্দার। বাবা, ষোলটী বছর রাতদিন চোখে চোখে রেখে ওদের মনটী পেলুম না—আর দুদণ্ড তাকিয়েই তুই কেল্লা ফতে কর্ত্তে চাস্। শবর মেয়েরা তেমন চীজ নয় চাঁদ! ওরে খানিকটা মহুয়া পিয়ে যাবি আয় না।

ময়না। মাতলা, কার সঙ্গে কথা কইছিসরে—একি তুমি?

বিদ্যা। তুমি সহচরী সুন্দরীবালার?

ময়না। দেখছিস্ কি মাতলা, ওকে বেঁধে ফেল!

সর্দ্দার। বেঁধে ফেলবো! কেন?

বিদ্যা। আমার অপরাধ!

ময়না। নিজের মনকে একবার জিজ্ঞেস্ করে দেখ। যে অন্যায় করেছ, রাজা তোমায় প্রাণদণ্ড দেবে।

বিদ্যা। প্রাণ দণ্ড! হেন অপরাধ মম!

সর্দ্দার। দেখ আর বাকি্য নয়, ময়নার হুকুম—তোমায় আমি—

(কোষবদ্ধ তরবারীর প্রতি দৃষ্টি)

বিদ্যা। কি—

(সর্দ্দারের খাপ হইতে ছুরি কাড়িয়া লইল)

সর্দ্দার। ওরে ময়না—এ'তো সোজা লোক নয়—তুই ভাই খুব হুঁসিয়ার হয়ে লোকটাকে পাহারা দেতো, আমি এখুনি কোতোয়ালকে ডেকে এনে দেখাচ্ছি মজা—কেতোয়াল—কেতোয়াল—

ময়না। চুপ্ চুপ্ আর ডাকতে হবেনা—ওই দেখ নিজে রাজা এই দিকে আসছে—সঙ্গে রাজকন্যা ললিতা।

বিদ্যা। ললিতা!

ময়না। রাজকন্যার খোজে এসেছিল রাজা।

(বিশ্বাবাসু ও ললিতার প্রবেশ)

বিশ্বা। কি ময়নার সঙ্গে কি কচ্ছিলি এখানে সর্দ্দার ?

সর্দ্দার। (সভয়ে) রাজা এই লোকটা (ময়নাকে) বল না কে ?

ময়না। কে তা আমি কি জানি ছাই!

সর্দ্দার। (ময়নাকে) আঃ আমি কি আর জানি ছাই (রাজাকে) হ্যাঁ হ্যাঁ এই লোকটা—এই লোকটাকে আমি যুদ্ধে পরাজিত করেছি।

বিশ্বা। তাতো দেখতেই পাচ্ছি—যখন ওর হাতে রয়েছে তোমার ছুরিখানি।

সর্দ্দার। তা—তা ধার আছে কি না তাই পরখ করতে ও—

বিশ্বা। ভাগ্যি তোমার ঘাড়ের উপর ধার পরখ করেনি ভাল মানুষ বেচারী—

সর্দ্দার। তা যা বলেছেন ভাল মানুষ বেচারী, বড্ড ভাল মানুষ বেচারী—ভাল মানুষ বেচারী বলেই তো আমি ওকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছিলুম—তা এই ময়নাটাই যত নষ্টের গোড়া।

ময়না। কি—

সর্দ্দার। কেন? তুই বলিস্‌নি ওকি করেছে জানিস্‌।

বিশ্বা। কি করেছে ও ময়না?

সর্দ্দার। (ময়নাকে) বলনা।

ময়না। আমি কি জানি।

বিশ্বা। যুবক !

বিদ্যা। সত্য কথা নিবেদন করি নরবর
জলকেলি মত্ত যবে ছিল আজ কুমারী নিচয়
সহসা ধাইল এক তরঙ্গ ভীষণ—
স্রোতে তার ভেসে গেল কুমারী প্রধানা,
সখীদল তীর হতে চীৎকারি উঠিল উচ্চরবে
হেনকালে—

বিশ্বা। দিয়া ঝম্ফ জলে, উর্দ্ধারিলে তারে ?

বিদ্যা। বীরের কর্ত্তব্য শুধু করেছি পালন !

ললিতা।

(স্থির থাকিতে না পারিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল)

সাবধান অতি সাবধান আমি—
ছিলাম গো পিতা—

বিশ্বা। যাতে সে করেনি কভু অঙ্গ স্পর্শ তোর (হাসিলেন) মন্ত্র-বলে তুলিয়াছে জল হতে তীরে, না ?

ললিতা। বাবা সত্য কহি, এ যুবা নহে দোষী—
কৃপা করি শুধু—শুধু মোর রক্ষিতে জীবন—

বিশ্বা। বিদেশী—অচেনা জন—তার তরে উৎকণ্ঠা এমন ?
হাঃ হাঃ হাঃ...না—না—অপরাধ মহা অপরাধ তুমি করিয়াছ যুবা—

বিদ্যা। বেশ করিয়াছি অপরাধ—
দণ্ড দাও রাজা—

বিশ্বা। দিব দণ্ড !

জান যুবা আমাদের কুলে—
কুমারীর অঙ্গ স্পর্শ করে যেইজন
কিবা শাস্তি তার ?

বিদ্যা। জানি মহারাজ, শুনিয়াছি সহচরী মুখে
জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে যে কারণে হোক
কেহ যদি স্পর্শে তব কুল কুমারীরে—
প্রাণদণ্ড বিধান তাহার।
বধ্য হয় সেই অভাজন।

বিশ্বা। বধ্য, না—শুনিতে করেছ ভুল—নহে বধ্য
সেইজন চিরদিন তরে—
এইরূপে হয় বদ্ধ শবরের কুমারীর সনে।

(ললিতা ও বিদ্যাপতির হাত এক করিয়া দিলেন। উভয়ে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল)

বিশ্বা। উৎসব—উৎসব—কোথায় তোরা শবর পল্লীর নর নারীগণ
ওরে আয় আয় শবর রাজ্যে আজ মহামহোৎসব।

(প্রস্থানোদ্যত)

সর্দ্দার। তুমি কোথায় যাচ্ছ রাজা—

বিশ্বা। ওরে আমি একটা মহা ভুল করেছি, সবার আগে আমি আমার নীলমাধবকে তো উৎসব নিবেদন করিনি—

বিদ্যা। নীলমাধব—কে নীলমাধব ?

বিশ্ব। কে নীলমাধব ? এ পাগল বলে কি—ওরে ললিতা, তোর জন্য কতদিন কত রাত তার পায়ে আকুলি বিকুলি

জানিয়েছি—নীলমাধব মুখ তুলে চেয়েছেন—আমার মিনতি এতদিনে পূর্ণ করেছেন, আমি যাই আমার নীলমাধবকে আমন্ত্রণ করে আসি।

বিদ্যা। রাজা, তোমার নীলমাধবকে আমি—

বিশ্বা। কি—একি কেঁপে উঠলি কেন ব্যাটা! কি হয়েছে?

বিদ্যা। নাঃ কিছু না!

বিশ্বা। তোরা উৎসব কর, আজ অমন বিমর্ষ থাকতে নেই, ললিতা কাছে আয় বেটী, আরো কাছে।

(ললিতা ও বিদ্যাপতিকে একত্রিত করিয়া)

বাঃ কি সুন্দর মানিয়েছে। এ মিলন আমার নীলমাধবকে দেখাব না? তোরা আনন্দ কর, আমি চল্লুম সকল উৎসবের যিনি উৎস, তাঁরি চরণ প্রান্তে। নীলমাধব—নীলমাধব—

(প্রস্থান)

(শবর ও শবরীদের নৃত্যগীত)

মিলন মধুরস—মাতাল রজনী।
টলমল মহুয়ায় ভেসে যায় সজনি,
যাহে চাহে মন...
অনুদিন অনুক্ষণ
সেই সে প্রিয়জন,
মিলন আজ ধ্বনি ॥

চতুর্থ দৃশ্য

শবর পল্লীর প্রান্তভাগে শিবির

ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্র ও শক্তিধর।

রাজা। শক্তিধর!

শক্তি। মহারাজ!

রাজা। এই শবর পল্লী মধ্যেই নীলমাধব অবস্থান কচ্ছে।

শক্তি। হ্যাঁ মহারাজ! বিদিশারাজ্য জয় করে পথিমধ্যে মহারাজের এস্থানে আগমনের সংবাদ আমি সেনাপতি বিদ্যাপতিকে প্রেরণ করেছি। তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন শীঘ্রই এসে রাজসমীপে নীলমাধবের বিষয় জ্ঞাপন কর্ব্বেন।

রাজা। জ্ঞাপন কর্ব্বেন, তোমাদের বহু পূর্ব্বে উচিত ছিল শৃঙ্খলিত নীলমাধবকে আমার পার্শ্বে উপস্থিত করা।

শক্তি। মহারাজ—

রাজা। প্রবল প্রতাপ বিদিশা রাজাকে পরাজিত করে বিদিশার রাজশক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আমি রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন কর্চ্ছি, আর তোমরা এমনি অপদার্থ যে এতদিনে এই বর্বর শবর পল্লী মধ্যে এক শক্তিহীন লুক্কায়িত জনকে ধরে আনতে পার্লে না!

শক্তি। অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্বেন সম্রাট! আমার বিশ্বাস—
সেনাবল নিয়ে শবর পল্লী আক্রমণ কর্ল্লে এতদিনে

নিশ্চয় তাকে বন্দী কর্ত্তে পার্ত্তুম। কিন্তু কেবল সেনাপতি বিদ্যাপতিই—

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

বিদ্যা। না শক্তিধর পার্ত্তে না।

রাজা। বিদ্যাপতি।

বিদ্যা। অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট।

রাজা। তোমার সংবাদ! পেয়েছ নীলমাধবের সন্ধান।

বিদ্যা। পেয়েছি (শক্তিধরকে ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে বলিলেন) কিন্তু এখনও ধরতে পারিনি।

রাজা। পারনি। একজন সামান্য মানব—

বিদ্যা। সামান্য মানব নয় মহারাজ—নীলমাধব স্বয়ং লক্ষ্মীপতি জনার্দ্দন।

রাজা। সে কি! জনার্দ্দন!

বিদ্যা। হ্যাঁ সম্রাট! সেই নারায়ণ বিগ্রহকে পূজা করে—শবর রাজ বিশ্বাবসু। সেই বিগ্রহের পূজায় রত্নসেন যোগাত অগুরুচন্দন।

রাজা। নীলমাধব বিগ্রহ! সেই বিগ্রহকেই গ্রহণ কর্ত্তে হবে আমায় এই আদেশ দিলেন স্বয়ং নারায়ণ! কেন—কেন শুনলুম স্বপ্নকর্ণে এই আদেশ—

বিদ্যা। মহারাজ—

রাজা। যে হোক আমি চাই—নীলমাধব বিগ্রহ চাই—সমগ্র সেনা-দল নিয়ে চল বিদ্যাপতি। বিশ্বাবসুকে ধ্বংস করে গ্রহণ কর্ব্ব ওর দেববিগ্রহ।

বিদ্যা। সে অসম্ভব মহারাজ—বাহুবলে তাকে পাওয়া যাবেনা।

রাজা। পাওয়া যাবে না!

বিদ্যা। ব্যাঘ্র গুম্ফা নামক এক বিরাট পর্ব্বত গহ্বরে সেই বিগ্রহের অধিষ্ঠান। বিরাটকায় এক পাষাণ ব্যাঘ্র তার দ্বাররক্ষী। অন্ধকার রাত্রে শুনেছি উল্কাপিণ্ডের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলে ওঠে সেই পাষাণ ব্যাঘ্রের চক্ষুতারকা। একমাত্র বিশ্বাবসু ব্যতীত মানব দানব কারু সাধ্য নেই সেই গহ্বরে প্রবেশ করে, প্রবেশ কর্ত্তে গেলে পাষাণ ব্যাঘ্র জাগ্রত হয়ে ওঠে, বিরাট হুঙ্কারে পর্ব্বত প্রদেশ বিকম্পিত করে ব্যাঘ্র রাজ তার রক্ত পান কর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রাজা। সে কি! তবে উপায় বিদ্যাপতি? কেমন করে নীল-মাধবকে পাব?

বিদ্যা। এক উপায় আছে মহারাজ!

রাজা। কি!

বিদ্যা। বিশ্বাবসুর কন্যা ললিতা মাঝে মাঝে সেই ব্যাঘ্র গুম্ফায় নীল মাধবকে দর্শন কর্ত্তে যায়।

রাজা। কেমন করে যায়!

বিদ্যা। জানিনা মহারাজ, কি সাঙ্কেতিক নিদর্শনী আছে তার কাছে, যা দেখে ব্যাঘ্ররাজ তাকে নিঃশব্দে পথ ছেড়ে দেয়।

রাজা। সাঙ্কেতিক নিদর্শনী—সাঙ্কেতিক নিদর্শনী—বিদ্যাপতি, ললিতার সাঙ্কেতিক নিদর্শনীর কথা তুমি কি করে জানলে, সেই বিশ্বাবসুর কন্যার সঙ্গে তুমি পরিচিত?

বিদ্যা। ললিতার সঙ্গে পরিচয়? হ্যাঁ—

রাজা। উত্তম! তাহলে শোন বিদ্যাপতি—ললিতার সেই সাঙ্কেতিক নিদর্শনী অপহরণ কর,—অথবা তোমার সেই ললিতারই সাহায্যে ছলে বলে, কৌশলে, যে উপায়ে হোক সেই ব্যাঘ্র গুম্ফায় তোমায় প্রবেশ কর্ত্তে হবে।

বিদ্যা। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। বিদিশার যুদ্ধে আমি ক্লান্ত। রাত্রে অবন্তী যাত্রা করব। সেখানে গিয়ে নেব বিশ্রাম। স্মরণ রেখো, আমার অবন্তী পৌঁছিবার এক সপ্তাহ মধ্যে যে করে হোক যদি ঐ নীল-মাধবকে অবন্তীতে নিয়ে না যেতে পার, তার শাস্তি, তোমার প্রাণদণ্ড।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ব্যাঘ্র গুম্ফা

দ্বারদেশে পাষাণ ব্যাঘ্র, ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে নীল আলোকোজ্জ্বল নীলমাধব মূর্ত্তি।

ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিশ্বাবসু ও ললিতা।

বিশ্বাবসু। নীলমাধব—নীলমাধব—অপেক্ষা করো প্রিয়তম, আমি অবিলম্বে ফিরে আসছি তোমার চরণপ্রান্তে; আয়মা, ললিতা সঙ্গে আয়।

উভয়ে বাহিরে আসিল, বিশ্বাবসু ব্যাঘ্রের নিকটে গেল।

ললিতা। তুমি বল বাবা—

বিশ্বা। ওঃ লজ্জা হচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ শোনো ব্যাঘ্ররাজ, আমার আদরিণী কন্যা ললিতা দেবদূতের মত স্বামী লাভ করেছে—সেই আনন্দ উৎসবে আজ তোমার আমন্ত্রণ, বুঝেছ।

ললিতা। আমন্ত্রণ কর্চ্ছ কেন বাবা! পাথরের বিগ্রহ নীলমাধব নিজমুখে বল্‌লেন—আমায় পরমান্ন রেঁধে খাওয়াতে হবে ললিতা। নীলমাধব যেমন নিজে খেতে খেতে বললেন, ব্যাঘ্ররাজ কি চাইতে পারেন না?

বিশ্বা। ওঃ তাও তো বটে! কি বল ব্যাঘ্ররাজ, তুমি যাবে?

(ব্যাঘ্ররাজ মাথা নাড়িল) ঐ দেখ মা, ঘাড় দোলাচ্ছে। পাথরের ব্যাঘ্র—তার সর্ব্বাঙ্গে কেমন আনন্দের কম্পন জাগ্‌ছে !

(ব্যাঘ্র ডাকিল)

ললিতা। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে ব্যাঘ্ররাজ—আমি নিজে হাতে তৈরী করে আনছি তোমার জন্যে আমার পরমান্ন। কেমন শবর কন্যার হাতের রান্না খেতে তোমার আপত্তি নেই তো !

(বাঘ ডাকিল)

বিশ্বা। দুর পাগলী মেয়ে ! নীলমাধব আমার প্রেমের ঠাকুর ! জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত মানুষ এসে মিলিত হবে তারই চরণপ্রান্তে—প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি নিচ্ছেন অস্পৃশ্য শবরের পূজা—মহামানবের মিলন তীর্থ রচনার প্রথম সোপানরূপে তিনি মিলিত করেছেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি ও অস্পৃশ্য শবর কন্যা ললিতাকে পবিত্র প্রেমের মন্ত্রে। সেই প্রেমস্বরূপের দ্বাররক্ষী এই ব্যাঘ্ররাজ—এ'কি শবর কন্যা বলে—তোর দেওয়া পরমান্ন উপেক্ষা করতে পারে ? আয়মা, পরমান্ন প্রস্তুত করে নিয়ে আসি আয় !

উভয়ে প্রস্থানোদ্যত। অলক্ষ্য হইতে বিদ্যাপতি ডাকিল—"ললিতা"। ললিতা চমকিয়া উঠিল। ইঙ্গিতে তাহাকে নিরব থাকিতে বলিল। তারপর বিশ্বাবসুকে ললিতা বলিল।

ললিতা। তুমি এগোয় বাবা, আমি এখখুনি যাচ্ছি।

বিশ্বা। দেরী করিস্‌নি কিন্তু।

ললিতা। আচ্ছা বাবা।

বিশ্বাবসুর প্রস্থান। এইবার ললিতা ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাপতির সামনে দাঁড়াইল।

ললিতা। তুমি এখানে কেমন করে এলে?

বিদ্যা। তোমায় আর তোমার বাবাকে অনুসরণ করে।

ললিতা। কেন এসেছ?

বিদ্যা। আমি নীলমাধব দর্শন করব।

ললিতা। নীলমাধব দর্শন! সে কি করে সম্ভব!

বিদ্যা। কেন অসম্ভব!

ললিতা। জানোনা শুধু আমার বাবা ঐ গুহায় প্রবেশ কর্ত্তে পারেন, অন্য কেউ প্রবেশ কর্ত্তে চেষ্টা কর্লে ঐ ব্যাঘ্ররাজের কবলে মৃত্যু তার সুনিশ্চিত। চল, ফিরে চল আমার সঙ্গে।

বিদ্যা। না আমি নীলমাধব দর্শন না করে ফিরবনা।

ললিতা। অবুঝ হোয়োনা, তুমি অবুঝ হোয়োনা—আর কেউ ওখানে যেতে পারে না।

বিদ্যা। কিন্তু তুমি যে গিয়েছিলে!

ললিতা। আমি! আমার হাতে এই আংটী—

বিদ্যা। আংটী! জ্বল জ্বল কচ্ছে ওর হীরে।

ললিতা। নীলমাধবের হাতের আংটী। আমি ঠাকুর সেবার জন্যে মিনতি জানাই বাবার কাছে। বাবা নীলমাধবের পায়ে

প্রার্থনা জানাতে, ঠাকুর তুষ্ট হয়ে হাত থেকে খুলে দেন এই আংটী।

বিদ্যা। নীলমাধবের ঐ আংটী হাতে পরলে ব্যাঘ্ররাজ বুঝি তাকে বাধা দেয় না।

ললিতা। না।

বিদ্যা। কখনও কিছু বলে না!

ললিতা। কিচ্ছু না। এই আংটী হাতে থাকলে ব্যাঘ্ররাজ হয় তার কাছে অবনত—মাথা নুইয়ে থাকে মন্ত্রমুগ্ধ অজগরের মত।

বিদ্যা। তাহলে আমায় ঐ আংটীটি দাও।

ললিতা। তোমায়?

বিদ্যা। হ্যাঁ—ওই আংটী পরে আমি নীলমাধবকে দেখব—তাঁকে পূজো দেবো—দাও—

ললিতা। কিন্তু বাবার যে নিষেধ আছে এ আংটী কখনো হাত ছাড়া করতে! বাবার কাছে অপরাধ হবে—নীলমাধবের কাছে অপরাধ হবে—না না, তুমি বোলোনা—আংটী আমি দিতে পারব না।

বিদ্যা। আমায় দিলে অপরাধ হবে ললিতা? আমি তোমার স্বামী।

ললিতা। স্বামী! স্বামীকে অদেয় এ জগতে আমার কি থাকতে পারে? তুমি রাগ কোরোনা—নীলমাধব, রাগ কোরো না ঠাকুর। এই নাও—এই নাও প্রভু নিজের হাতে পরিয়ে দিলুম এই অঙ্গুরীয়—দেরী করোনা কিন্তু—নীলমাধব দর্শন করে

শীঘ্র ফিরে এসো—আমায় আবার যেতে হবে ঠাকুরের পরমান্ন প্রস্তুত কর্ত্তে।

বিদ্যা। তুমি পরমান্ন প্রস্তুত করগে যাও, আমি ঠাকুরের পূজো দিয়ে একটু পরে ফিরে আসছি।

ললিতা। কিন্তু তোমায় একা রেখে—

বিদ্যা। আমায় একা রেখে যেতে সন্দেহ হচ্ছে ললিতা!

ললিতা। পাছে তোমায় কেউ সন্দেহ করে, তাই, না প্রভু, আমি যাচ্ছি—

(প্রস্থান)

বিদ্যাপতি ব্যাঘ্র গুহ্বার ভিতর গিয়া ডাকিল 'শক্তিধর'—শক্তিধর অগ্রসর হইতেছিল—ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, শক্তিধর সভয়ে পিছাইয়া গেল।

বিদ্যা। ওঃ ভুলে গিয়েছিলুম—তোমায় আসতে দেবে না। তুমি ওখানে পাহারা দাও! কেউ যেন এদিকে—

(ভিতরে প্রবেশ ও বিগ্রহ লইয়া পুনরায় বাহিরে আসিলেন)

নীলমাধব—নীলমাধব—

শক্তি। শবররাজ বিশ্বাবসু—

বিদ্যা। বিশ্বাবসু! পালিয়ে চল। না আমি গেলে চলবেনা, রুকৃতে হবে; তুমি যাও বিগ্রহ নিয়ে পালাও, আমি শীঘ্র সম্মিলিত হব তোমাদের সঙ্গে—যাও অবন্তী—অবন্তী—

বিগ্রহ লইয়া শক্তিধরের প্রস্থান। বিদ্যাপতির অন্তরালে অবস্থান।

(বিশ্বাবসুর পুনঃ প্রবেশ)

বিশ্বা। নীলমাধব—নীলমাধব! কেন আমার হৃদয় অকস্মাৎ এমন

করে কেঁদে উঠল প্রভু! নীলমাধব, একি ব্যাঘ্ররাজ, তুমি অমন কোরে মস্তক অবনত করে আছ কেন? কি আশ্চর্য্য, পাষাণ ব্যাঘ্রের চোখের আগুন নিভে গেছে—দর-দর ধারে বইছে অশ্রুর জল। নীলমাধব—নীলমাধব—

ভিতরে গিয়া দেখিল বিগ্রহ নাই।

আর্ত্তনাদ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

বিশ্বা। নীলমাধব—আমার নীলমাধব! কথা কও—কথা কও ব্যাঘ্র-রাজ—কোথায় গেল আমার প্রাণের নীলমাধব।

ব্যাঘ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, পরে অকস্মাৎ উঠিয়া—

আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি কে চুরী করে নিয়েছে আমার নীলমাধবকে! ললিতা—বিদ্যাপতি, হ্যাঁ আংটীর সাহায্যে চুরি করেছে সেই ললিতা, বিদ্যাপতি! আমার জামাতা আমারই কন্যা শেষে—না—না হোক কন্যা—হোক জামাতা—তবু এ আমি সইব না। জেগে ওঠো—জেগে ওঠো ঘুমন্ত শবর শক্তি—বিশ্ব ধ্বংসী প্রতিহিংসা নিয়ে! যেখানে পাও, ধ্বংস করো সেই প্রতারক বিদ্যাপতিকে, আর পিতৃহন্ত্রী "ল-লি······"!

(ললিতাকে বলিয়া অৰ্দ্ধোস্ফুট উচ্চারণপূর্ব্বক বিদ্যাপতির প্রবেশ)

বিদ্যা। শবররাজ!

বিশ্বা। বিদ্যাপতি! কোথায় নীলমাধব?

বিদ্যা। আমি—আমি—

বিশ্বা। জানোনা! প্রতারক!

(গলা টিপিয়া ধরিল)

বিদ্যা। আমি প্রতারণা—

বিশ্বা। তুমি করোনি—করতে পারনা—নীলমাধব প্রতারণা করেছেন —না—না বুঝেছি তোমার পুজারী হয়েও হিংসা বর্জ্জন করতে পারিনি বলে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় বর্জ্জন করে গেছ ঠাকুর। হ্যাঁ, ওই ব্যাঘ্র-গুম্ফা মধ্যে পাতালস্পর্শী বিরাট গহ্বর! সেই গহ্বর হতে একদিন উঠেছিল ঐ নীলমাধব! আজ আবার আমায় ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে নিষ্ঠুর ঐ গহ্বর মধ্যে! আমি ধরব—ঐ গহ্বর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলাতককে বন্দী করে আনব!

বিদ্যা। ও গহ্বরে ঝাঁপ দিলে, তোমার দেহ অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ হবে শবররাজ—যেয়োনা—যেয়োনা—

বিশ্বা। আঃ ছাড়—নীলমাধব—আমার নীলমাধব—

(ঝাঁপ দিল)

বিদ্যা। সর্ব্বনাশ! এ কি হল নারায়ণ! তোমারি আদেশ নীলমাধব বিগ্রহ নিতে এসে একি সর্ব্বনাশ কল্লুম, প্রভু! বাঁচাও শবররাজকে, বাঁচাও নারায়ণ!

নারায়ণ। নাহি ভয়, পাষাণ শিলায় প'ড়ে
নারায়ণ-ভকতের মৃত্যু নাহি হয়—
আমি তারে দানিব আশ্রয়।

ভূগর্ভ হইতে নারায়ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব।
তিনি বিশ্বাবসুকে ধারণ করিয়া আছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্রতীর

(শবর নারীদের গীত)

আজকে প্রিয় আসবে।
আমায় ভাল বাসবে ;
চোখের পানে চেয়ে আমার
মিঠে মিঠে হাসবে গো।
আজ চাঁদিনী বলেছে আমায়
আসবে রে তোর বর।
বুনো ফুলের গন্ধ বলে—
সাজাও বাসর ঘর।
ডালে ডালে দোলন লাগে,
লাজুক বধু স্বপ্নে জাগে ;
আজকে প্রিয় অনুরাগে
বাহু ডোরে বাঁধবে।

(গীতান্তে প্রস্থান)

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

বিদ্যা। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত ফেনিল সাগর
এ যেন রে রূপালী জোয়ার

কুবের ভাণ্ডার হতে গলে'
ধরার সীমান্ত বেয়ে
উদ্বেলিয়া উচ্ছলিয়া চলিছে বহিয়া।
দূরে ঐ শ্যামল বনানী—
বিবাহের মধুসম আনত লজ্জায়।
মঙ্গল উৎসবে—
দিগঙ্গনা দিকে দিকে করে উলুধ্বনি।
হেন রাত্রে প্রণয়-চঞ্চল যত শবর শবরী—
নিশি যাপে মিলন সঙ্গীতে!
একা আমি—শুধু আমি একা এ নিশীথে;—
ললিতা—ললিতা—
কোথা—কোথা তুমি প্রিয়তমে—
না, না, চলে যাই, চলে যাই—
দেখাতে পারি না মুখ প্রিয়ারে আমার।
কিন্তু, যে রাজ-কর্ত্তব্য বোধে
একটি সরল প্রাণে বিঁধিয়াছি শেল,
সরল বিশ্বাসে বিষ দিয়াছি ভরিয়া,
নহে কি কর্ত্তব্য এবে প্রতিকার তা'র
বাসিয়া আরও ভাল ললিতারে মোর।
তবু—তবু—কেমনে দেখাব মুখ!
না, না—চলে যাই—চলে যাই।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। প্রভু—

বিদ্যা। কে! ললিতা—

ললিতা। কি অদ্ভুত মানুষ তুমি, সেই সন্ধ্যার সময় নীলমাধবকে দেখবে বলে ব্যাঘ্র-গুম্ফায় ঢুকলে, তারপর থেকে সারা রাত আর তোমার দেখা নেই। ব্যাঘ্র-গুম্ফায় যাবো ভাবছিলুম—ওরা বললে, তুমি এইদিকে এসেছ—তাই খুঁজতে খুঁজতে এলুম—

বিদ্যা। আমায় খুঁজছ কেন?

ললিতা। খুঁজতে কি নেই নাকি?

বিদ্যা। আমি—আমি তো সে কথা বলিনি ললিতা! এসো এসো—আমরা এই জ্যোৎস্নায় আরও খানিকটা দুজনে পাশাপাশি বসি।

ললিতা। ভাল কথা, এতক্ষণ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ভুলে গেছি, নীলমাধবকে দেখলে?

বিদ্যা। হ্যাঁ—

ললিতা। কেমন বল তো—খুব সুন্দর—না?

বিদ্যা। সুন্দর!

ললিতা। আচ্ছা ঐ আকাশের মত, না এই চাঁদের আলোর টিপ-পরা নীল সমুদ্রের মত?

বিদ্যা। ঠিক তোমার ঐ চোখের তারার মত ললিতা।

ললিতা। যাঃ তুমি বল্‌তে পারবে না জানি—কেউ তাঁর রূপের উপমা দিতে পারে না। তবু—তবু আমার বাবা যখন নীল-মাধবের কথা বলেন, এত ভাল লাগে তাঁর মুখে, বলতে পারি না।

বিদ্যা। হ্যাঁ, তোমার বাবা—এখন তিনি কোথায় ললিতা?

ললিতা। ব্যাঘ্র-গুম্ফায়!

বিদ্যা। ব্যাঘ্র গুম্ফায়! এখনও! না, না……

ললিতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমায় আংটী দিয়ে ফিরে এসে আমি ঠাকুরের পরমান্ন তৈরী কর্চ্ছিলুম। বাবা বল্লেন—ললিতা, ঠাকুর আমার প্রাণের ভেতর বসে বলছেন—"এখন নয়, খাবো, আর একদিন খাবো—তুমি শীগ্‌গীর আমার কাছে চলে এসো"—এই বলে, বাবা ব্যাঘ্র-গুম্ফার দিকে ছুটে গেলেন। আমি বসে রইলুম তাঁরই প্রতীক্ষায়। তোমার সঙ্গে বাবার দেখা হয়েছিল নাকি সেখানে?

বিদ্যা। আমার সঙ্গে!

ললিতা। ভয় পাচ্ছ কেন? বাবা সব জানেন—আমি তাঁকে বলেছি!

বিদ্যা। কি বলেছ!

ললিতা। তোমায় আংটী দেবার কথা।

বিদ্যা। বলেছ! তিনি—তিনি আমায় সন্দেহ কল্লেন?

ললিতা। হয় তো করেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে কি বলেছি, জান?

বিদ্যা। কি বলেছ ললিতা?

ললিতা। কথা দিয়েছি তোমার নীলমাধবের জন্যে আমি দায়ী রইলুম বাবা।

বিদ্যা। ললিতা—ললিতা।

ললিতা। একি, তুমি অমন করছ কেন?

বিদ্যা। তুমি আমায় এতখানি বিশ্বাস কর ললিতা!

ললিতা। বিশ্বাস করবো না। তোমার আমার মধ্যে যে বিশ্বাস করা করির সম্বন্ধ, প্রিয়তম।

বিদ্যা। আমি তবু অবিশ্বাস করে এখনো অনেক কথা তোমার কাছে গোপন রেখেছি ললিতা। এখনো তোমায় আমি বলিনি যে নীলমাধবকে—

(ময়নার দ্রুত প্রবেশ)

ময়না। চুরি—চুরি—চুরি করেছে।

বিদ্যা। চুরি!

(লাফাইয়া উঠিলেন)

আমি—

(উদভ্রান্ত নয়নে ললিতার দিকে তাকাইলেন)

ললিতা। কিরে, কি চুরি হয়েছে ময়না?

বিদ্যা। না—না, মিছে কথা তুমি শুনোনা ললিতা—বিশ্বাস কোরোনা।

ময়না। তুমি কেন অমন কচ্ছ বিদ্যাপতি! তুমি কি করে জানবে, কি চুরি গেছে!

বিদ্যা। আমি জানিনা! তুমি সত্য বলছ—আমি চুরি করি নি—

ময়না। না—গো—তুমি কেন চুরি কত্তে যাবে—চোর তো ওই—

বিদ্যা। কে!

(সর্দ্দারের প্রবেশ)

ময়না। ওই যে—

ললিতা। মাতলা—

বিদ্যা। বল কি ময়না—ঠিক জানো এই সর্দ্দার চুরি করেছে ?

ময়না। হ্যাঁ। আমার মাদুলী—

বিদ্যা। মাদুলী! হাঃ হাঃ হাঃ। মাদুলী চুরি করেছে! বল, ওকে কি শাস্তি দেব ?

সর্দ্দার। উঁহু! এক তরফায় কোনদিন বিচার হয় না বিচারপতি। বল্‌ত ময়না—আমি তোকে না জানিয়ে চুরি করেছি কি না!

ময়না। আমার বাবার দেওয়া মাদুলী! লুকিয়ে রেখেছিলুম কৌটায়। কথায় কথায় একদিন বলে ফেলেছিলুম মাদুলীর কথা। তাই শুনে ও প্রায়ই বলত—মহুয়া খেতে পয়সা না পাবো যেদিন, সেইদিন তোর ঐ মাদুলীটিকে হাত সাফাই করে দেব।

ললিতা। তবে ত মাতলা না বলে পরের দ্রব্য নেয়নি।

সর্দ্দার। হ্যাঁ বলতো, তবে চুরি কল্লুম বলছে কেন। আর তা ছাড়া ময়না কি আমার পর নাকি যে ওর জিনিষ নিলে চুরি অপবাদ সইতে হবে।

ললিতা। ঠিক বলেছ মাতলা! কে বলে ময়না তোমার পর ?

সর্দ্দার। বল—বল রাজকন্যা, আমি এত বলি তবু ও কিন্তু কিছুতে আমার আপন হতে চায় না।

সর্দ্দার। ইস! বয়ে গেছে আমার অমন হাবারাম মাতাল সর্দ্দারের আপন হতে!

সর্দ্দার। ময়না—

(ময়নার গীত)

আমি নীলকুমুদিনী তুমি রাহু, নহ চাঁদ—
তবে কেন মোর লাগি পাতিয়াছ বাহু ফাঁদ ॥
চাহ অপলক চোখে
ভয়ে মরি তোমা দেখে
একি তব রীতি না মান মিনতি
ঘটায়োনা পরমাদ ॥

(প্রস্থান)

সর্দ্দার। যাসনি ময়না—শোন শোন— (প্রস্থান)

বিদ্যা। কি সুন্দর এই দুটী অশিক্ষিত তরুণ তরুণীর প্রণয় খেলা! ললিতা!

ললিতা। চুপ—ওই দেখ—

বিদ্যা। কি!

ললিতা। আকাশে শুভ্র তারা জ্বল জ্বল কচ্ছে, ভোর হয়ে এল!

বিদ্যা। হোক না— ক্ষতি কি—(জড়াইয়া ধরিতে গেল)

ললিতা। ওকি কর্‌ছো।

বিদ্যা। বলো, বলো তুমি আমায় ছেড়ে যাবেনা—ছেড়ে যাবেনা—

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওকি! কিসের এত কোলাহল!

ললিতা। তাই তো! শবর নরনারী ছুটছে।

বিদ্যা। কেও! ময়না!

(ময়নার প্রবেশ)

ময়না। সর্ব্বনাশ হয়েছে সই!

ললিতা। কি—কি হয়েছে!

ময়না। ব্যাঘ্র-গুম্ফায় নীলমাধব নেই।

ললিতা। নেই!

ময়না। না, নীলমাধব নেই, ব্যাঘ্ররাজ অন্তর্হিত, সারা শবর পল্লীর লোক লুটিয়ে কাঁদছে সেই ব্যাঘ্রগুম্ফার আঙিনায়।

ললিতা। আমার বাবা! বাবা কোথায়?

ময়না। কেউ জানেনা তাঁর সন্ধান!

ললিতা। না—না—এ হতে পারে না—নীলমাধব কোথাও যেতে পারেন না—আমার বাবা নীলমাধবের আশ্রয় ছেড়ে আর কোথাও যাননি—ব্যাঘ্র-গুম্ফার অন্ধকারে চল খুঁজে দেখি—খুঁজে দেখি।

ময়না। কিছু নেই—কেউ নেই—সেখানে শুধু পাতাল গহ্বর—সবাই বলছে, নীলমাধব সেই পাতাল গহ্বরে লুকিয়েছেন।

ললিতা। তাই যদি হয় তবে আমার বাবাও সেই পাতাল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—আমি যাবো, আমার বাবার কাছে যাবো, নীলমাধবের কাছে যাবো—নীলমাধব—নীলমাধব—

বিদ্যা। দাঁড়াও ললিতা, নীলমাধবকে তুমি পাবে না।

ললিতা। পাব না?

বিদ্যা। তিনি কোথায় আমি জানি।

ললিতা। কোথায়—শীঘ্র বল কোথায়।

বিদ্যা। কিন্তু সেখান থেকে ফিরিয়ে আনবার সাধ্য তোমার নেই। তোমার বাবা তাঁকে হারিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন! মূর্চ্ছা অন্তে ছুটে গেলেন সেই নীলমাধবকে ধরে আনতে! হয়তো ঘরে না ফিরে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তিনিও তাঁকে ধরতে পারবেন না!

ললিতা। তবু বল—তবু বল—আমি প্রাণপাত চেষ্টা করে দেখব—বল বল তোমার পায়ে ধরি বল।

বিদ্যা। বৃথা চেষ্টা, তাঁকে পাবে না।

ললিতা। তুমি বলবেনা!

বিদ্যা। ললিতা!

ললিতা। বুঝেছি, এইজন্য আমার অঙ্গুরীয় গ্রহণ করেছিলে। এই-জন্যে ব্রাহ্মণকুমার হয়েও এই অস্পৃশ্যা শবর-কন্যাকে বিবাহ করেছিলে!

বিদ্যা। ললিতা—

ললিতা। নীলমাধব-অপহারক—

বিদ্যা। ললিতা...ললিতা...

ললিতা। তুমি যাও—আমার সম্মুখ হতে চলে যাও।

বিদ্যা। কিন্তু চলে যাবার ক্ষমতা যে আমার নেই—

ললিতা। স্বামী বলে বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ। প্রতারক স্বামীর চেয়ে স্বামীহীনতা আমার—ওগো, না, না, নারী হয়ে তা আমি উচ্চারণ কোর্ত্তে পারি না—যদি কোনদিন বাবাকে, সেই সঙ্গে নীলমাধবকেও ফিরিয়ে আনতে পার,—আবার তোমার চরণ প্রান্তে বসে তোমায় দেবতা বলে পূজা করব। —নইলে আর এসোনা। এ জীবনে আর আমাদের পরস্পরের মুখদর্শন হবে না—মনে রেখো ললিতা নেই—ললিতা মরে গেছে, মরে গেছে।

বিদ্যা। ললিতা—ললিতা...না, আমিও 'পরস্পরের মুখদর্শন' চাইব না, যদি না স্বাধীন কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে পারি এ জীবনে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

বনপথ

(বিশ্বাবসুর প্রবেশ। দূরে বংশীধ্বনি)

বিশ্বা। ওই বাজে মধুর মুরলী,
লক্ষ্য করি ওই বংশীধ্বনি
নিশিদিন পথে পথে ফিরি।
তবু ওগো নিলাজ কপটী,
আজও কেন ধরা নাহি দাও ?
কত আর কাঁদাবে আমারে ?
দেখা দাও—দেখা দাও হে নীলমাধব।

(কানুর প্রবেশ)

কানু। হ্যাঁ ভাই, তুমি আবার কাঁদছ !

বিশ্বা। ক্রন্দন করেছি সাথী—
যতদিন হারায়েছি প্রভুরে আমার।
যতদিনে নাহি পাই দেখা—
অশ্রুজল কেবল সম্বল।

কানু। ছিঃ, অমন করে কাঁদতে নেই ভাই, তুমি চোখের জল ফেলে তোমার নীলমাধবকেও যে কাঁদাচ্ছ ! এসো আমার সঙ্গে ওই গাছতলায় গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম করবে চল। আজ সাতদিন তুমি কিছু খাওনি, গাছ থেকে ফল পেড়ে দেবো, তাই আহার করবে।

বিশ্বা। প্রভুর প্রসাদ বিনা এ জীবনে কোনদিন
কোন বস্তু করিনি গ্রহণ।
আজি আমি কোন প্রাণে কবিব আহার।

কানু। কিন্তু তুমি না খেলে তোমার ঠাকুরও যে খেতে পাচ্ছেনা। এই সাতদিন সেও যে উপোষ করে রয়েছে !

বিশ্বা। প্রভু উপবাসী !

কানু। হ্যাঁ, তুমি কি তাঁকে খাইয়ে দিয়েছ যে সে খাবে।

বিশ্বা। বোলোনা বোলোনা আব হেন বাণী অচেনা রাখাল।
একদিন মনে গর্ব্ব ছিল, আমি ভোগ নাহি দিলে
সেইদিন উপবাসী রহেন মাধব !
কিন্তু এবে বুঝিয়াছি মনে
অস্পৃশ্য শবর আমি…
গর্ব্ব মোর চূর্ণ করে দিয়ে
চলে গেছে দর্পহারী শ্রীমধুসূদন !

কানু। না ভাই তাঁকে ভুল বুঝোনা—সত্য বলছি নীলমাধব তোমার ওপর রাগ করে চলে যায়নি।

বিশ্বা। তবে !

কানু। নীলমাধব গেছেন সেখানে—যেখানে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে; জাত্যভিমান, শক্তির স্পর্দ্ধা যেখানে মানুষকে করেছে দানব। সেই দেশে গেছেন তোমার নীলমাধব—প্রেমের রাজ্য বিস্তার কর্ত্তে—গৃহে গৃহে প্রেম-ধর্ম্ম বিতরণ কর্ত্তে !

বিশ্বা। রাখাল বালক—

কানু। কিন্তু সেখানে গিয়েও বড় দুঃখ, উপবাসী নীলমাধব বসে আছেন তোমারই আশাপথ চেয়ে, তোমাব দেওয়া বুনো ফল, তোমার দেওয়া ভক্তির পরমান্ন নইলে যে তোমার নীলমাধবের খাওয়া হয়না—ভাই, চল তাকে খাইয়ে দেবে চল।

বিশ্বা। বিচিত্র অদ্ভুতবার্ত্তা শোনালে রাখাল!
নাহি জানি স্বরূপ তোমার।
ব্যাঘ্রগুহা মাঝে যবে মূর্চ্ছা অন্তে একা
"মাধব মাধব" বলি উঠিনু কাঁদিয়া,
তুমি এসে দেখা দিলে!
ইঙ্গিতে তোমার বনপথে চলিয়াছি খুঁজিতে প্রভুরে;
কভু দেখা পাই তব, কভু শুনি
অলক্ষ্যের মধু বংশী রব—
পথ চলি দিবস রজনী।
কে তুমি রহস্যময় রাখাল বালক—
মধু কণ্ঠে বারবার অভাজনে ডাক 'ভাই' বলে?

কানু। তোর আমি ছোট ভাই, ভাই বলে ডাকি তাই!
অন্য পরিচয় মোর আর ভাই কিছু নাই!

বিশ্বা। রাখাল!

কানু। এসো শ্যামসুন্দর নীলমাধবের গান গেয়ে আমি তোমায় সেই নীলমাধবের কাছে নিয়ে যাই।

(গীত)

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান !!
কুঞ্জে শ্যামর চন্দ
কামিনী মনহি মুরতিময় মনসিজ
জনগন নয়ন আনন্দ।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

অবন্তীর মন্দির প্রাঙ্গণ

ব্রাহ্মণগণ ও অবন্তীরাজ ইন্দ্র

রাজা। ব্রাহ্মণগণ।

১ম ব্রা। মহারাজ !

রাজা। আপনাদের অর্চ্চনা সম্পূর্ণ।

১ম ব্রা। হঁা মহারাজ সম্পূর্ণ।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাজা। দাঁড়ান ব্রাহ্মণ।

১ম ব্রা। মহারাজ !

রাজা। আপনারা আমায় বিস্মিত করেছেন, তিন দিন হ'ল নীলমাধব বিগ্রহ অবন্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনদিন মহাসমারোহে আপনারা বিগ্রহের অর্চ্চনা কর্লে'ন, অথচ আজ পর্য্যন্ত পাষাণ বিগ্রহ নিবেদিত-ভোগ গ্রহণ কর্ল'না। তবে কি শক্তি আপনাদের তন্ত্রমন্ত্রের ? কি আপনাদের দেব-নিষ্ঠা ?

১ম ব্রা। মহারাজ, দেবতা যে ভাবে ভোগ গ্রহণ করেন তা মানবের স্থূল চক্ষের অগোচর। আপনি চিন্তিত হবেন না মহারাজ, নীলমাধব্ নিশ্চয় ভোগ গ্রহণ করেছেন।

রাজা। স্তোকবাক্যে আমাকে ভোলাতে চাইবেন না ব্রাহ্মণ। নিবেদিত রাজভোগ স্বর্ণ থালায় যেমন সাজান ছিল তেমনি পড়ে আছে। আর আপনারা বলছেন—বিগ্রহ ভোগ

গ্রহণ করেছেন, না না আমি প্রমাণ চাই, স্বচক্ষে দেখতে চাই, ওই বিগ্রহ হাত বাড়িয়ে ভোজ্য সামগ্রী গ্রহণ কচ্ছে।

১ম ব্রা। তা কি হয় মহারাজ—অবশ্য আপনার দেবভক্তি, আর আমাদের শুদ্ধাচার, এই মণিকাঞ্চন সংযোগে হয় তো বা বিগ্রহকে জীবন্ত করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু—

রাজা। কিন্তু !

১ম ব্রা। এতকাল অনার্য্য শবর এই বিগ্রহের সেবা করেছে, শবরের, অশাস্ত্রীয় আচরণেও অস্পৃশ্য ব্যাধ নরনারীর অপবিত্র স্পর্শে দেবতা সংক্ষুব্ধ হয়েছেন। শুধু সেই জন্যই—

রাজা। কিন্তু আমি তো বিগ্রহকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে এনেছি। যারা অস্পৃশ্য, তাদের এই মন্দিরের ত্রিসীমায় প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছি, গঙ্গাজলে নারায়ণ মূর্ত্তি ধৌত করে প্রতিষ্ঠিত করেছি ঐ রত্নবেদীপরে। অব্রাহ্মণের এখানে প্রবেশাধিকার নাই। এ মন্দির শুধু বর্ণশ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম যারা, তাদেরই জন্যে। তবু কেন—তবু কেন বিগ্রহ জাগবে না ?

১ম ব্রা। মহারাজ—

রাজা। আপনারা পারবেন না—তন্ত্রমন্ত্রের আড়ম্বরে বিগ্রহ জাগবেনা, ঐ পাষাণকে জাগাবো আমি—অত্যাচারে ! বীর ধর্ম্মের উপাসক আমি বংশীধারীকে রূপান্তরিত কর্ব্ব চক্রধারীরূপে ! জাগো অবন্তীবাসী, রুদ্র ভৈরবরূপে

জাগিয়ে তোলো ঘুমন্ত পাষাণ মূর্ত্তিকে—রুদ্রতাণ্ডব—রুদ্র তাণ্ডব—

বালক—নর্ত্তকের প্রবেশ, রুদ্রতাণ্ডব নাচিয়া প্রস্থান।

রাজা। চমৎকার! চমৎকার!
জাগো নারায়ণ, জাগো ত্বরা চতুর্ভূজ—
শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী জেগে ওঠো—!
জেগে ওঠো
বিপুল উল্লাসে!

(বিশ্বাবসুর প্রবেশ)

বিশ্বা। নীলমাধব—নীলমাধব—কই কোথায় তুমি নীলমাধব?

রাজা। কে—কে তুমি?

বিশ্বা। আহা মুখ শুকিয়ে গেছে! মুখচন্দ্রমা যেন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। কিছু খাওনি ঠাকুর? এই যে কত পরমান্ন রাজভোগ থরে থয়ে সাজানো! কেন খাওনি—? এসো আমি তোমায় নিজের হাতে খাইয়ে দিই।

রাজা। দাঁড়াও উন্মাদ, সশস্ত্র সজাগ প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে তুমি কেমন করে এলে মন্দিরে?

বিশ্বা। কেন, নীলমাধব নিয়ে এলেন!

রাজা। নীলমাধব নিয়ে এলেন! তুমি কে?

বিশ্বা। আমি—আমি এক দরিদ্র শবর।

রাজা। শবর! দূর হও—দূর হও মন্দির হইতে।

বিশ্ব। কোথা যাবো একা ফেলে উপবাসী মম নারায়ণে!
হে রাজন! দৃষ্টিশক্তি নাহি কি তোমার?

দেখিছ না—অভুক্ত প্রভুর চোখে বহে অশ্রুধারা ?
ঐ ঐ বলে প্রভু মোর—
আয় ভক্ত খেতে দে মোরে !!
দাড়াও দাড়াও প্রভু—
স্বহস্তে তোমারে আমি এইদণ্ডে করাব ভোজন।

রাজা। শবর—শবর—

(মন্দিরে উঠিতে বাধা দিলেন)

১ম ব্রা। গেল, গেল, সব অশুচী হয়ে গেল, আর এ অপবিত্র স্থানে নয় !

ব্রা-গণ। চল আমরা যাই !

(প্রস্থান)

(রাণীর প্রবেশ)

রাজা। কি করিলে উন্মাদ শবর ! এত স্পর্দ্ধা !
স্পর্শিয়াছ প্রভুর মন্দির।
শবর, প্রস্তুত হও—দণ্ড নিতে হবে এই মহাপরাধের।

রাণী। রক্ষা কর মহারাজ—
বহুজনে বধিয়াছ শুধু অকারণ !
তাহে শুধু পাপ ভাগী হয়েছি আমরা !
মুক্তি দাও এই মহাজনে।

রাজা। মুক্তি, রুদ্রের সাধক আমি—
চির মুক্তি দিব এইজনে !
সম্মুখে দাড়াও রাণী ,নিজ চক্ষে হের—
স্পর্দ্ধাভরে অস্পৃশ্য শবর

মোর নারায়ণ মন্দিরেতে করেছে প্রবেশ
শাস্তি তার নিজ হস্তে দিব। শক্তিধর—

(শক্তিধরের প্রবেশ—রাজার অস্ত্রগ্রহণ)

বিশ্ব। প্রাণদণ্ড দিবে রাজা! দিও—
খরসান সমুত্থত অস্ত্রমুখে তব
নিজে এসে শিরপাতি দেব!—
তার আগে ওই দেখ অভুর্ক্ত মাধব মোর
সকাতরে ডাকিছেন—"আয় আয় বলে"!
প্রাণ চাহ, দিব প্রাণ—ক্ষণকাল অপেক্ষ রাজন—
উপবাসী নারায়ণে করাব ভোজন!

রাজা। নারায়ণ—নারায়ণ করিবে না
শবরের অপবিত্র আহার্য্য গ্রহণ!
নারায়ণে দিব আজ
স্পর্দ্ধিতের বক্ষ রক্তধারা!

(তরবারি তুলিলেন)

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ—মহারাজ—

বিদ্যা। ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন, মহারাজ!

রাজা। বিদ্যাপতি—তুমি?

বিদ্যা। নীলাচল হতে এইমাত্র ফিরিয়াছি প্রভু!
পথি মাঝে নগর সীমান্তে হেরি
অগনন সেনা সমাগম!

রাজা। সেনা সমাগম!

বিদ্যা। বিদিশা রাজ্যের স্পর্দ্ধা—
আক্রমণ করেছে নগর,
জলস্রোত সম সেনা পশেছে নগরে।

রাজা। সে কি! এত অকস্মাৎ কিসের ও কোলাহল!

(নেপথ্যে কোলাহল)

(শক্তিধরের প্রবেশ)

শক্তি। অতর্কিত আক্রমণে পলায়িত অবন্তীর সেনা!

(প্রস্থান)

রাজা। চলে এসো বিদ্যাপতি,
করি অবরোধ।

(প্রস্থান)

বিদ্যা। একি হেরি আজি? সারা বিশ্ব খুঁজিয়াছি যাঁর জন্য আমি!
মহারাণী, বিশ্বাবসু শবর নায়ক!
নীলমাধবের সেই প্রেমের পূজারি!
মর্য্যাদা ইহার রক্ষা কোরো মা জননী—
নহে রাজ্য গেল রসাতলে!

(প্রস্থান)

রাণী। তুমি সে শবরপতি?—
তব গৃহে নারায়ণ এতকাল নিলেন আশ্রয়?
নমস্কার—নমস্কার লহ মতিমান!

বিদ্যা। একি কর—একি কর মাতা—
অস্পৃশ্য শবর আমি—
অপরাধী কোরোনা আমায়?
নমস্কার—নমস্কার কর নারায়ণে!

মাগো, অপেক্ষিতে নারি আর—
চেয়ে দেখো উপবাসী কাঁদে নারায়ণ,
তুমি যদি আজ্ঞা কর, যাই তবে,
নীলমাধবেরে মোর করাই ভোজন।

বাণী। যাও সাধু, পার যদি করাও ভোজন,
নাহি জানি লবেন কি গিরিধারী
ফল জল এই পাপপুরে!

বিশ্বা। হাঃ হাঃ হাঃ, হাসালে জননী,
গিরিধারী করিবে না এখানে ভোজন!
শুনিতেছ হে মাধব!
তুমি না কি খেতে নাহি চাও!
এসো—নাও প্রভু নাও ত্বরা
যে যে বস্তু মনে সাধ হাতে তুলে নাও—
উঁহু—এ মূর্ত্তিতে হবেনা ঠাকুর—
দেখিছনা মা জননী যশোমতী দুয়ারে দাঁড়ায়ে—
নন্দগোপালের মূর্ত্তি ধর ননীচোরা—
আঃ বিলম্ব কোরোনা আর,
অশ্রু বহে যশোমতী চোখে
মুরলী বয়ান নহে—
ক্ষীর ননীধর হাতে গোপালের বেশে

গোপাল মূর্ত্তি ধারণ ও খাদ্য গ্রহণ

নাও হাতে নাও—
ছিঃ সারামুখে মাখিয়াছ ক্ষীর!

বড় লোভী তুমি হে গোপাল,
খাও ধীরে ধীরে খাও।

রাণী। কি বিচিত্র, ধন্য হোল জীবন আমার।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ও কি! এত কাছে কোলাহল!

রাজা ইন্দ্রের প্রবেশ

রাজা। সর্ব্বনাশ হল রাণী—পরাজিত অবন্তী সেনানী!
শত্রু ধায় রাজপুরী পানে—
রক্ষা বুঝি নাহি মোর এ কাল সমরে!

রাণী। রক্ষা পাবে প্রভু, পায়ে ধরে
সাধ ত্বরা ওই মহাজনে!

রাজা। একি? নীলমাধবের মূর্ত্তি হয়েছে গোপাল!
শবরের হস্তে তার বিচিত্র ভোজন!

রাণী। শবরের কোরো না ঘৃণা—
মহাজন শবর প্রধান!—
ক্ষমা চাহ উহার নিকট!

(নেপথ্যে কোলাহল)

রাজা। ওই—ওই—পুনঃ ওঠে কোলাহল!
হে শবর, কর ক্ষমা—শুধু তাই নহে,
চণ্ডাল, শবর, শূদ্র জগতের অস্পৃশ্য যতেক
সবারে দানিব আমি মাধবের পূজা অধিকার,
যদি তুমি—

বিশ্বা। যদি আমি—

রাজা। গোপালে জাগাতে পার
চক্রধারী নারায়ণরূপে !—
পার যদি রক্ষিবারে শত্রু হতে
অবন্তী নগর !

বিশ্বা। নারায়ণ গৃহে যার, কি ভয় তাহার ?
আমি কেন জাগাইব ?
জাগিবেন যথাকালে আপনি মাধব !

রাজা। আপনি মাধব !

(কোলাহল)

শক্তিধরের প্রবেশ

শক্তি। মহারাজ শত্রু আসে এইদিকে
পালান—পালান সত্বর !

রাজা। মাধব—মাধব—

বিশ্বা। জাগিবে মাধব রাজা, জাগিবে মাধব—
ব্রজের মাখন চোরা, বংশীধারী লীলাবৃন্দাবনে,
কুরুক্ষেত্রে রথের সারথী—
কেশী মুর দৈত্য আদি নিধন কারণ
ধরেছিল পুনর্ব্বার চক্র সুদর্শন !
ভয় নাই, নাহি ভয়, জাগিবেন বিপদভঞ্জন !
ডাকো সবে চক্রধারী, জাগো চক্রধারী !

রাজা ও রাণী। চক্রধারী—জাগো চক্রধারী—

(শত্রু-সৈন্যের প্রবেশ)

শত্রু। বধ কর—বধ কর—

সকলে। চক্রধারী—চক্রধারী !

চক্রধারী নারায়ণের আবির্ভাব। হস্তের সুদর্শন শত্রুর দিকে ছুটিয়া চলিল। শত্রু সভয়ে পলাইল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্রতীর

(রাখাল বালকের গীত)

চল চল ব্রজরাজ, চল লীলা গোঠে—
আকাশের পটে ওই রাঙ্গা ভানু ওঠে।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, উড়িছে গোক্ষুর রেণু,
ধেনুগণ চাহে অচপল।
পাঁচনী লইয়া হাতে সুবল সখার সাথে
বলরাম অধীর চঞ্চল !
জাগো জাগো কানাই—
রাতি নাই রাতি নাই
পীত ধটী পর কটীতটে,
শিখি পাখা বাঁধি শিরে, সুনীল যমুনাতীরে
হেলে দুলে নীলমণি, চল লীলা গোঠে।

(গীতান্তে প্রস্থান)

বল। হের ভদ্রা, সরল চঞ্চল এই রাখালের দল
কি সুন্দর গোষ্ঠলীলা করে অভিনয়।
মনে পড়ে সারা দিন সে মধুর বাল্যলীলা
যমুনা পুলীনে !

সুভদ্রা। আর্য্য—

বল। একি ভদ্রা, মনে হয় তুমি যেন বড়ই বিমনা।

সুভদ্রা। হে অগ্রজ বলদেব,
কহ কৃপা করি—আর কতকাল মোরা
নীলাচল পথে পথে করিব ভ্রমণ!
কতদিনে স্থির হয়ে করিব বিশ্রাম।

বল! নাহি জানি ভগিনী সুভদ্রা,
মাধবের মনে আছে কোন অভিলাষ।
ধরিয়া রাখাল মূর্ত্তি নিজে ফিরিতেছে
উৎকল রাজ্যের মাঝে দিবস শর্ব্বরী।
কহিল আমারে—ধরণীতে তোমা সনে অবতীর্ণ হতে,
সুভদ্রা, রাম ও কৃষ্ণ, তিনজনে তিন মূর্ত্তি ধরি
উৎকল সাগর তীরে, পুণ্যপুরী ধামে
প্রেম রাজ্য করিব স্থাপন।
কিন্তু কবে হবে সৃষ্ট সেই পুণ্যতীর্থপুরী—
কতদিনে মোরা তথা হব অধিষ্ঠান—
সে কেবল জানেন শ্রীহরি।

সুভদ্রা। আর্য্য বলদেব, চেয়ে দেখ—
সিন্ধু বেলাভূমে অই
কি সুন্দর সুঠাম মন্দির!
কাহার মন্দির, দেব?

বল। অদ্ভুত বারতা এক শুন গো ভগিনী!
উৎকল দেশের রাজা
অশ্ব আরোহণে এসেছিল সাগরের তীরে,

বালুকার মাঝে তথা অশ্বক্ষুরে লাগিল আঘাত—,
পাষাণ সমান দৃঢ় কিসে বস্তু বালুকায়
আছে লুক্কায়িত,—
সন্ধান করিতে রাজা নিয়োজিল সহস্র শ্রমিক।
সেই বালুস্তুপ হতে আবিষ্কার করেছে তাহারা
অপূর্ব্ব মন্দির অই—
বিশ্ব লোকে তুলনা বিহীন!

সুভদ্রা। বালুকার স্তুপ হতে উঠিয়াছে এ হেন মন্দির!

বল। মন্দিরের অপুর্ব্ব কাহিনী
দেশে দেশে হয়েছে প্রচার!
কত দেশ দেশান্তর হতে—
অগনন নরনারী আসিয়াছে পুরীধামে
মন্দির দেখিতে, আসিয়াছে রাজা ইন্দ্র
অবন্তী হইতে; অবন্তী রাজন কহে—
এ বন্দির পূর্ব্ব পিতৃগণ তার করেছে রচনা—
কালক্রমে বালুস্তুপে অন্তর্হিত হয়েছিল
সেই সে মন্দির।

সুভদ্রা। বিচিত্র কাহিনী—

বল। উদ্ধার করেছে তাহা উৎকল রাজন—
অধিকার চাহে এবে অবন্তী নায়ক।
কে জানে ঘটিবে কিবা দুইজনে বাদবিসম্বাদ।
হলে যুদ্ধ, একদিকে হইত মঙ্গল—
হল স্কন্ধে এক পক্ষ করিতাম তখনি আশ্রয়—
নির্জীব রহিতে আর ভাল নাহি লাগে।

সুভদ্রা। আর্য্য বলদেব! দেখ চেয়ে
আসিছেন বিশ্বকর্ম্মা হেথা!

বল। বিশ্বকর্ম্মা! ওঃ হ্যাঁ, হয়েছে স্মরণ
আমিই বলিয়াছিনু আসিতে তাহারে।

(বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ)

বিশ্ব। প্রণিপাত ভগবান—প্রণাম জননী।

বল। এসো এসো শিল্পিরাজ—
আজি তোমা প্রয়োজন!

বিশ্ব। আজ্ঞা কর প্রভু!

বল। আজ্ঞা নাহি দিব আমি—
জনার্দ্দন দিবেন আদেশ।
ইচ্ছায় তাঁহার,
তোমারে কেবল আমি করেছি স্মরণ!
কোন্ কার্য্য কহিবেন আপনি কেশব

বিশ্বকর্ম্মা। কোথা তিনি?

বল। সম্মুখে সাগরতীরে নীলাচল শবর পল্লীতে
অথবা খুঁজিয়া দেখ—
কোথা, কোন জননীর
ননী সর চুরী করে ফিরিছে কপটী।
তার পাশে যাও শিল্পী—
কি কার্য্য সুধাও!

বিশ্ব। যথা আজ্ঞা প্রভু!

বল। ভাল কথা, দেখা হলে বলিও কেশবে—
সে তো আছে মনস্থখে
ঘরে ঘরে ক্ষীর সর খেয়ে! তার মত
চুরি বিদ্যা স্থচতুর নহিক আমরা,
হেন রূপে পথে পথে ফিরিতে না পারি।
কোথা হবে অধিষ্ঠান—ব্যবস্থা তাহার
কৃষ্ণ যেন করেন ত্বরায়।

বিশ্বকর্ম্মা। বলিব নিশ্চয়।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্রতীর—জ্যোৎস্নারাত

(ময়না ও মাতলার প্রবেশ)

মাতলা। ময়না, ও ময়না—ময়না গো—

ময়না। কি ? কি ?

মাতলা। তুই রাগ কর্লি ময়না ?

ময়না। ডাকছিস কেন বল্‌না ?

মাতলা। অম্নি—

ময়না। অম্নি বুঝি কেউ কাউকে ডাকে ?

মাতলা। অন্য কারুর কথা জানিনে, তোকে ডাকতে আমার বড্ড ভাল লাগে—তাই ডাকি !

ময়না। দেখ মাতলা—এখনো বলছি, তুই আমার পেছু ছাড়।

মাতলা ! পেছু ছাড়তে পারি, এক সর্ত্তে—

ময়না। পেছু ছাড়িস যদি—তাহলে আমি এখনি রাজী—বল কি সর্ত্ত ?

মাতলা। সে সর্ত্তটা হচ্ছে, তুই আমায় চট করে বিয়ে করে ফেল।

ময়না। তোকে বিয়ে ? হাঃ হাঃ হাঃ ! তোর সাহস তো কম নয় ? আমি হলুম আকাশের চাঁদ, আর তুই—

মাতলা। আমি তোর গায়ের কালো কলঙ্কের দাগ—কলঙ্ক না থাকলে চাঁদের বাহার খোলে নারে, ময়না—বাহার খোলে না !

ময়না। তাই নাকি !

মাতলা। হুঁ—চাঁদের গায়ে ওই কলঙ্ক আছে বলেই তো ঐ কলঙ্কী চাঁদের আলোয় মাতাল হয়ে ওঠে যত রাজ্যের ছেলেরা মেয়েদের ধরতে, আর মেয়েরা ছেলেদের পাকড়াও কর্ত্তে !

ময়না। সত্যি মাতলা, তুই হতে চাস আমার কলঙ্ক লেখা ! তা' হলে পারবি আমার সঙ্গে যেতে !

মাতলা। হুঁ—বল না কোথায় ?

ময়না। অনেক দূরে···ওই দিকে······

(গীত)

নীলগিরি নাম তার ওই ছোট পাহাড়—
বুকে দোলে ঝরণার কত যে মণিহার !
ওইখানে মৌয়াবনে—দুইজনে জ্যোছনায়—
এস চলি নিরিবিলি—ঝিলিমিলি আলোছায় ।
থেকে, থেকে, ধিংতা, মাদল বাজে—
শ্যামলী সাঁওতালী কিশোরী নাচে—
নিঠেল হাওয়ায় কী সুবাস ছড়ায়—
হায়, হায়, প্রাণ চায় পরশ কাহার !

মাতলা। তুই সত্যি কথা বলছিস তো ?
তোর গানের সব কথা সত্যি ? তুই তা হলে সত্যি সত্যি আমার হবি ? কিন্তু ও 'গুম্ফা'র কাছে যেতে বলিস নি, ময়না।

ময়না। কেন, এতো ভয় কিসের—ওখানে তো আর নীলমাধব নেই যে, চুরি করে, তাড়া খাবি ?

মাতলা। ওর নীল পাথরে যে মিশে নেই, বিশ্বাস কি ? যে কারণেই হোক, যদি তাড়িয়ে দিস্, তা' হলে, তুই তাড়িয়ে যে শোক পাবি, তা' তো সইতে পার্ব্বো না, ময়না—

ময়না। ওই যে রাজকন্যা আসছে, তুই এখন পালা।

মাতলা। ও গেলে আবার আসবো, বুঝলি ?

(প্রস্থান)

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ময়না !

ময়না। সই !

ললিতা। বাইরে আজ তেমি জ্যোৎস্না উঠেছে—থেকে, থেকে, কতদিন আগেকার কথা মনে পড়ছে। এই সাগর তীর, এই মিঠে জ্যোস্না, তার সঙ্গে এইখানটীতে বসে সারারাত কতো কথা! ঘরে থাকতে পাল্লুম না সই, ছুটে এলুম এখানে !

ময়না। সই ! সেও থাকতে পারবে না, ছুটে আসবে ঠিক্ এই খানে।

ললিতা। এতো ভাগ্যি কি হবে আমার, সই, তাকে ফিরে পাবো আবার...আজ কতদিন হল, বাবা আমায় ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে চলে গেছেন। সেও চলে গেছে—আমারই নিকট তিরস্কৃত হয়ে। মাঝে মাঝে ভাবি, তাকে তিরস্কার করেছি, ঠিকই করেছি। সে এসেছিল নীলমাধবকে চুরি কর্ত্তে, আমার বাবাকে পাগল করে ঘর

ছাড়া কর্ত্তে! কিন্তু আবার, পরক্ষণেই, আমার মনের ভিতর প্রতিঘাত করে, কে যেন বলে ওঠে—"ভাল করিসনি ললিতা—তাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করিসনি! ওরে, স্বামীর চেয়ে বড় দেবতা নারীর জীবনে যে আর কেউ নেই—কেউ নেই—তা'র সহযাত্রী হলি না কেন—বনবাসিনী সীতার মত স্বামীকে অনুগমন করে? নারীধর্ম্ম, সেবা—দোষ গুণ বিচার তার ধর্ম্ম নয়।"

ময়না। এ কি! তুমি কাঁদছ সই! তা'তে তাঁরই অমঙ্গল হবে শুধু।

ললিতা। অবাধ্য চোখের জল কিছুতে বারণ মানতে চায় না। কেন আমার সারা অন্তর তার জন্যে এমন করে কেঁদে ওঠে? ময়না! সে কি আসবেনা—এ জীবনে আর একটীবারও আমায় দেখা দেবেনা!

(বিদ্যাপতির প্রবেশ)

বিদ্যা। কে বল্‌লে দেখা দেবে না, ললিতা?

ললিতা। কে!

বিদ্যা। আমি অপরাধী বিদ্যাপতি!

ময়না। হলোনা, বলো— নিষ্ঠুর স্বামী!

বিদ্যা। আমায় দেখে মুখ আনত কোরোনা ললিতা! আমি তোমার বিদায় দিনের কথা ভুলিনি, আজ এসেছি তোমার সম্মুখে—সঙ্গে ফিরিয়ে এনেছি তোমার বাবাকে আর তোমার নীলমাধবকে!

ললিতা। ছলনা করো না, প্রভু!.. (পদধূলি গ্রহণ করিল)

বিদ্যা। বিশ্বাস করো—

ললিতা। আমার বাবা, আমার নীলমাধব !

বিদ্যা। বিশ্বাস করো—আমাদের যে বিশ্বাস করাকরির সম্বন্ধ,—ভুলে যেওনা, ললিতা।

ললিতা। লজ্জা দিও না, প্রভু—তবে, তাঁরা কোথায় ?

বিদ্যা। তাঁরা এসেছেন আমার প্রভু অবন্তী-রাজের সঙ্গে, উৎকল-রাজ-আবিষ্কৃত পুরীর শ্রীমন্দিরে সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠিত করতে !

ললিতা। সত্যি সই ?

ময়না। তুই আগে সত্যি তোর হৃদয়পুরীর শ্রীমন্দিরে এই প্রাণের বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করে নে'ত—মাতল—মাতল—

মাতলা ও শবরগণের প্রবেশ

মাতলা। উৎসব—উৎসব...আজ সকলে ফিরে এসেছে রে, ময়না ; —আজ মিলনোৎসব—থাম, আমি মহুয়া নিয়ে আসি...

ললিতা। মহুয়া তো তোর এইখানেই রয়েছে, মাতলা, যাচ্ছিস কোথা ? এই নে তোর জীবনের মহুয়া—

[দু'জনের হাত মিলাইয়া দিল]

মাতলা। ময়না—

ময়না। উঃ লাগে যে—এত চেপে ধরলে মরে যাব না ?
ওরে, তোরা সব করছিস কি—গা'না—
ওই দিনের মতো—তোমরা দাঁড়াও না একবারটি
প্রথম দিনের সেই বরবধূর মতো !

ললিতা ও বিদ্যাপতিকে একত্র করিল
এবং ময়না ও মাতলা একসঙ্গে শবরদের
সঙ্গে গাইল

শবরীগণ।

গান

আজ্‌কে রাতে চাঁদের সাথে নীলকুমুদীর বিয়ারে
নীলকুমুদীর বিয়া।
বর হাসে আর বধূ হাসে জোছ্‌না আড়াল দিয়ারে
জোছ্‌না আড়াল দিয়া।
নীল সায়রে উঠ্‌ল কিসের ঢেউ,
আমি জানি, তুমি জান, আর জানে না কেউ।
হিয়ার সাথে হিয়া মিশে, পীতম্‌ সাথে পিয়ারে,
পীতম্‌ সাথে পিয়া॥

(সকলের প্রস্থান)

অপর দিক হইতে উৎকলরাজ ও
অবন্তী-রাজ ইন্দ্রের প্রবেশ।

রাজা। নিলাম্বু-মেখলা এই উৎকল প্রদেশ—
মধ্যমণি সম তার পুণ্য পুরীধাম,
পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে!
ধরণীর হেন দিব্যরূপ
কভু আমি হেরিনি নয়নে!
হে রাজন! ধন্য তুমি—
হেন রাজ্যে বসতি তোমায়!

উৎকল-রাজ। মহারাজ, কৃপা করি যতদিন
মম রাজ্যে করিবে বিশ্রাম,
প্রকৃতির হেন শোভা প্রত্যহ দেখিবে।
রজনী গভীর হ'ল, এবে চল প্রাসাদ-ভবনে।

রাজা। যাব রাজা, পূর্ব্বে তার আকিঞ্চন—
শুনি তব মুখে—মন্দির বিষয়ে,
কহ কি ইচ্ছা তোমার ?

উ-রাজ। শ্রীমন্দির! অবশ্য সে আবিষ্কার মম,
কিন্তু রাজা, তুমি কহিয়াছ—
তব পূর্ব্ব-পিতামহ করেছিল মন্দির নির্ম্মাণ।
কল্পবৃক্ষে কাক সাক্ষ্য দিল তোমার কথায়!
শুধু তাই নয়, সাথে তার—
ইন্দ্র সরোবর মাঝে ছিল কূর্ম্মগণ,
তাহারাও দিল সাক্ষ্য স্বপক্ষে তোমার।
ন্যায্য অধিকারী তুমি যবে হয়েছে প্রতীতি
তব সনে দ্বন্দ্ব মোর আর নাহি সাজে!
দেবতা স্থাপিতে তুমি চাহিছ মন্দিরে,
মোর তাহে কিছুমাত্র বাধা নাহি রাজা!

রাজা। উৎকল রাজন!

উ-রাজ। সত্য কহি, ইচ্ছামত বিগ্রহেরে
শ্রীমন্দিরে করহ স্থাপন!
আজি হ'তে মন্দির তোমার।

রাজা। ধন্য রাজা—ধন্য তব ন্যায়প্রীতি!—
মুগ্ধ আমি ত্যাগ-মহত্ত্বে তোমার!
মন্দির আমার নয়—
পুরীধাম শ্রীমন্দিরে বসায়ে বিগ্রহে,
উৎসর্গ করিব তাহা উচ্চ নীচ, শূদ্র দ্বিজ নির্ব্বিশেষে
বিশ্বলোকে সবাকারে!

উভয়ে। সে কি !

বিশ্বা। কেঁদে উঠলুম আর্তনাদ করে, কোথায় যাচ্ছ ঠাকুর ! আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ তুমি ! তিনি সমুদ্র মধ্য হতে হেসে বল্লেন—আবার ফিরে আসছি দারু মূর্তি নিয়ে !

রাজা দারু মূর্তি নিয়ে !

বিশ্বা সমুদ্রে ভেসে আসবে সেই দারুব্রহ্ম ! সেই দারু ব্রহ্মকে আমিই আলিঙ্গন করে তুলে আনব বিশ্ববাসীর জন্য, সেই দারুব্রহ্মরূপী নীলমাধব অধিষ্ঠিত হবেন পুরীর শ্রীমন্দিরে ! হ্যাঁ, প্রভু আমায় নিজে বলেছেন, সারা জগতের জন্য মুক্ত থাকবে পুরীর মন্দির, সেই মন্দিরে নীলমাধব হবেন আমার জগন্নাথ স্বামী ! জগন্নাথ স্বামী !

রাজা। জগন্নাথ স্বামী—নীলমাধব হবেন জগন্নাথ স্বামী !

উ রাজ। ও কি ? বাঁকি মোহনায় ওখানে অত জনসমাগম কেন ? কেন অত কোলাহল !

(বিদ্যাপতির পুনঃ প্রবেশ)

বিদ্যা। আশ্চর্য—আশ্চর্য ব্যাপার !

রাজা। বিদ্যাপতি !

বিদ্যা। ওই বাঁকি মোহনায় ভেসে এসেছে এক বিচিত্র দারুখণ্ড, অঙ্গে তাঁর শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম চিহ্ন।

বিশ্বা। এসেছেন, ঠাকুর আমার এসেছেন !

বিদ্যা। সমস্ত নরনারী একসঙ্গে চেষ্টা করছে সেই দারু খণ্ডকে তীরে তুলতে, কিন্তু এমনি বিচিত্র, তাদের সাধ্য হ'ল না।

বিশ্বা। কেউ পারবে না—ঠাকুর বলেছেন তিনি উঠে আসবেন এই অস্পৃশ্য শবরের বাহুবন্ধনে—যাই, প্রেমের ঠাকুরকে বুকের ভেতর আগলে নিয়ে আসি, আমার জগন্নাথ স্বামী! আমার জগন্নাথ স্বামী!!

(ছুটিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

উৎকল রাজপ্রাসাদ

(রাখাল ও বিশ্বকর্ম্মা)

রাখাল। বিশ্বকর্ম্মা, পারিবে না তুমি ?

বিশ্বকর্ম্মা। ক্ষমা করো নারায়ণ,
তব মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ কেমনে করিব ?
এ কেমন আদেশ তোমার ?

রাখাল। শোন কহি স্বরূপ তোমারে !
তীর্থ রাজপুরী মাঝে অনুপম রচনা তোমার।
জগন্নাথ বিগ্রহ নেহারি,
সারা বিশ্ব যদি হয়ে যায় মুগ্ধ, তবে
কর্মহীন হবে সবে—
ভুলে যাবে মোর নাম—
অনন্ত রূপের মোর, লইতে সন্ধান
ধাইবে না কেহ।

বিশ্ব। নারায়ণ !

রাখাল। তাই কহি, বিকলাঙ্গ করি মোরে করহ রচনা
রহস্যে রহিব ঢাকা চিরকাল যাহে।
আদর্শ প্রেমিক যেবা, সেইজন শুধু
কুৎসিত মুরতি হতে চিনি লবে আমার স্বরূপ.

—অন্ত্যজন অবজ্ঞায় ফিরাবে বদন।

বিশ্ব। কিন্তু প্রভু, রূপের আকর তুমি—অরূপ রতন—
কোনপ্রাণে বিকলাঙ্গ গড়িব তোমারে!

নারায়ণ। এক কার্য্য কর তবে—
যতটুকু করেছ নির্ম্মাণ, সেইটুকু থাক শুধু—
অবশিষ্ট গড়িওনা আর!

বিশ্ব। হাসি পায় শুনিয়া বচন—
বিশ্বকর্ম্মা আমি—শিল্পের সাধনা মোর
অসম্পূর্ণ রাখিব স্বেচ্ছায়।
না—না পারিব না তাহা—
হে কপটী, পাত তুমি অন্য কোন ছলনার জাল;
নিজ হতে কার্য্য মোর অসম্পূর্ণ রাখিব না,
জানিও নিশ্চয়!

রাখাল। এ হেন বচনে তব
আমারও হাসি আসে!
মর্ত্ত্যের মায়ায় দেবতাও হয় এইমত অন্ধ
প্রমাণিত আচরণে তব!—
আমার স্বরূপ, শিল্পেরো অতীত—
ভুলে গেলে শিল্পীরাজ? এই হের—

[বিশ্বরূপ দেখাইলেন]

বিশ্ব। প্রভু—প্রভু—

রাখাল। চুপ, কারা যেন আসে এই দিকে,
যাও তবে, যেরূপ অলক্ষ্য দেহে

রুদ্ধদ্বার শ্রীমন্দির হতে এসেছিলে এ পুরীর মাঝে,
সেইরূপ যাও পুনঃ অগম্যসঞ্চারে।

(বিশ্বকর্ম্মা'র প্রস্থান)

যদি বিশ্বকর্ম্মা না হয় নিরস্ত কাযে!—আমি দেখি,
অন্য কি উপায় আছে বিকলাঙ্গ করিতে আমারে।

(প্রস্থান)

উ-রাণী। আসুন আসুন অবন্তী মহারাণী! আপনাকে অতিথি রূপে পেয়ে আজ আমাদের নীলাচল ধন্য!

অবন্তীর রাণী। নীলাচলের মহারাণী! তুমি আমার সহোদরাতুল্যা—আমার সঙ্গে লৌকিকতার প্রয়োজন নেই, ভাই!

উ-রাণী। দেবী—

অ-রাণী। তোমার স্বামী নীলাচলের অধীশ্বর, পুরধামে শ্রীমন্দির আবিষ্কার করেছেন—আমার স্বামী পঙ্ককাল পূর্ব্বে এসেছেন সেই মন্দির দর্শন করতে। আমি এলুম আজ—এসে শুনলুম নীলমাধব বিগ্রহ স্থাপনার জন্য তোমরা পুরীর শ্রীমন্দির দান করেছো—শুনে যে আমি কত আনন্দিত, সে তোমায় বোঝাতে পারব না, ভাই!

উ-রাণী। কিন্তু ইতিমধ্যে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, জানেন মহাদেবী—

অ-রাণী। কি?

উ-রাণী। নীলমাধব বিগ্রহ অন্তর্হিত হয়ে রূপ নিয়েছেন দারু ব্রহ্মরূপে!

অ-রাণী। সে কি!

উ-রাণী। সেই দারুব্রহ্মরূপে নারায়ণ ভেসে এসেছেন সমুদ্রের বাঁকী মোহনায়, নীলাচলের সহস্র বলবান হস্তী পর্য্যন্ত সেই দারু-খণ্ড তীরে তুলতে পারেনি—অথচ—

অ-রাণী। অথচ—

উ-রাণী! মহাপুরুষ বিশ্বাবসুর স্পর্শে সেই দারুব্রহ্ম সমুদ্র হতে তীরে উঠেছেন।

অ-রাণী। তার পর ?

উ-রাণী। আরো বিচিত্র কথা—শ্রীভগবান্ অন্তরীক্ষ হতে দৈববাণী করেছেন, সেই দারুখণ্ড হতে তিনটী বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাবার জন্য বলদেব, সুভদ্রা এবং জগন্নাথ স্বামী নামে স্বয়ং নীলমাধব।

অ-রাণী। বিচিত্র অভিলাষ শ্রীভগবানের! তারপর, কে সেই শিল্পী, —যে দেব-বিগ্রহ নির্ম্মাণ কর্চ্ছে ?

উ-রাণী। বহু শিল্পীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে দেবী, লৌহের মত কঠিন-কায় সেই দারু—কেউ পার্লে না তাতে অস্ত্রক্ষেপ কর্ত্তে! শেষে কোথা হতে এল, এক অতিবৃদ্ধ স্থপতি! সে স্বীকৃত হয়েছে, একুশ দিনের মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করে দেবে।

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। উঁহুঁ সে মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারবে না!—

উ-রাণী। কে তুমি!

রাখাল। আমি এক বনের রাখাল।

উ-রাণী। রাখাল বালক! অন্তঃপুরে এলে কি করে? চারিদিকে প্রহরী।

রাখাল। প্রহরী কি করবে? যেমন করে আসে সূর্য্যের আলো, যেমন

করে আসে হাওয়া, আমিও সর্ব্বত্র চলাফেরা করি ঠিক তেমনি ভাবে !

অ-রাণী। অদ্ভুত এ বালক !

রাখাল। আমার চেয়েও ঢের অদ্ভুত তোমরা—নইলে আজ চৌদ্দ দিন হল, এক থুর্‌থুরে বুড়োকে জানালা কপাট বন্ধ করে, মন্দির মধ্যে আট্‌কে রেখেছ !

অ-রাণী। কে বৃদ্ধ ?

উ-রাণী। কার কথা বলছ—সেই শিল্পী—

রাখাল। হাঁ গো হ্যাঁ—বুড়ো না পাচ্ছে খাদ্য, না পাচ্ছে তেষ্টার জল, এমন কি নিঃশ্বাস নেবার হাওয়াটুকু পর্য্যন্ত সেই রুদ্ধ মন্দিরে ঢুকছে কিনা তাই বা কে জানে ! এতদিনে হয়তো দম বন্ধ হয়ে, মরে পচে গেছে।

অ-রাণী। এ রাখাল বলে কি ? সেই শিল্পী—

উ-রাণী। তিনি বলেছিলেন দ্বার রুদ্ধ করে একুশ দিনে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবেন।

রাখাল। হা ভগবান—নিজে বাঁচলে তো মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ (অবন্তীর রাণীকে) দেখ বাছা, তোমায় বলি—একবার তোমার অগুরু চন্দনের জন্যে নিরপরাধ নীলমাধব-ভক্তের হাত পা কাটা গেল ?

অ-রাণী। সেই রত্নসেন !

রাখাল। হ্যাঁ, এবার আবার তোমারই বায়নাক্কায় তোমার স্বামী এসেছেন শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে। শেষে দেবতা গড়তে গিয়ে মন্দির মধ্যে সেই বুড়োটাকে মেরে না ফেলেন !

তার ফলে জগন্নাথ তো হবে না—ঠাকুর গড়তে গিয়ে ঠাকুরকে করবে তোমরা ঠুঁটো!

(প্রস্থান)

অ-রাণী। এ বালক আমায় এ কি বলে গেল! কেন আমার বুক কেঁপে উঠল!

উ-রাণী। মহাদেবী—

অ-রাণী। কোথায় মহারাজ—মহারাজ কোথায়—

উ-রাণী। তাঁরা সকলে শ্রীমন্দির-অঙ্গনে!

অ-রাণী। শীঘ্র চল ভাই—আমার মন বলছে যে, শিল্পী বুঝি অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে—শীঘ্র চল, শিল্পীকে বাঁচাতে হবে—শিল্পীকে বাঁচাতে হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীমন্দির অঙ্গন

ইন্দ্র, উৎকলরাজ, বিদ্যাপতি।

ইন্দ্র — চতুর্দ্দশ দিবস অতীত।
একটি সপ্তাহ আর অবশিষ্ট আছে।
এই সাত দিন হইলে বিগত
সুসম্পূর্ণ হবে তবে বিগ্রহ নির্ম্মাণ।
হে উৎকলরাজ! তোমার পুণ্যের কথা বর্ণনা অতীত—
পুরীধাম, সপ্তাহ কালের শেষে—
ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ হবে।

উ-রাজ — মহাভাগ, সে নহে আমার পুণ্য,
লীলা সেই জগৎনাথের—
যাঁর কৃপা বলে দ্বাদশ সূর্য্যের সম প্রখর প্রচণ্ড
অবন্তী সম্রাট আজ পরম বৈষ্ণব।

বিদ্যা। — চতুর্দ্দশ দিবস শর্ব্বরী।
মন্দির দুয়ারে রাজা, জাগ্রত প্রহরী সম
অপেক্ষিয়া আছি মোরা উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল!—
কি সেরূপে দেখা দিবে জগতের নাথ!
নাহি জানি, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাঁর
শিল্পীরাজ করিছে নির্ম্মাণ।

উ-রাজ — হাঁ, আজ একজনের কথা মনে পড়ছে শুধু—

ইন্দ্র। বিশ্বাবসুর কথা বুঝি ?

উ-রাজ। হায়, আজ যদি তিনি থাকৃতেন—

ইন্দ্র। চিরদিন বিশ্ববাসীর মনে স্থান পাবার জন্যইত, সিন্ধু হ'তে দারুব্রহ্মকে তুলে দিয়ে বিশ্ববাসীর করে, অনন্ত সিন্ধুতে ঝাঁপ্ দিয়ে পূর্ণ ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়েছেন বিশ্বাবসু—

অবন্তীর রাণী ও নীলাচল-রাণার প্রবেশ

অ-রাণী। শিল্পীরাজ—কোথা শিল্পীরাজ ?—

ইন্দ্র। মহারাণী—

অ-রাণী। লোলচর্ম্ম, গলিতদশন,
জরা-জীর্ণ স্থবির সমান—
তারে বন্দী করিয়াছ শ্রীমন্দির মাঝে ?

রাজা। বন্দী কেন করিব তাঁহারে ?
স্ব ইচ্ছায়. শিল্পীরাজ পশেছে মন্দিরে।
একবিংশ দিবসের মাঝে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্য
করিবে সমাধা—এই অঙ্গীকার করি
শিল্পীরাজ পশেছে মন্দিরে।
আদেশ তাঁহার,—কেহ যেন বাধা নাহি দেয় তাঁরে
সাধনার কালে।
দ্বার রুদ্ধ তাঁহারি ইঙ্গিতে।

অ-রাণী। হায় মহারাজ, হেন মতিভ্রংশ ঘটিল তোমার !
কি করেছ তুমি ! চতুর্দ্দশ দিবস মাঝারে—
অন্ন-জল লভিল না বৃদ্ধ গৃহে বসি—
ভেবেছ কি এতদিনে সেই বৃদ্ধ জীবিত রয়েছে ?

রাজা। রাণী!

অ-রাণী। শীঘ্রগতি খোল দ্বার—
নরহত্যা-পাপভাগী হয়ো না আবার!

রাজা। নরহত্যা! তাই তো, এতো আমি ভাবিনি কখনো!
মহারাজ, কি যুক্তি তোমার?

উ-রাজ। সত্য বটে বিষম সমস্যা!

বিদ্যা। কিন্তু সেই শিল্পীর আদেশ—
একবিংশ দিন-রাত্রি না হলে অতীত
কেহ যেন নাহি খুলে মন্দির দুয়ার!
যে মুহূর্ত্তে মুক্ত হবে দ্বার,
বিগ্রহ নির্ম্মাণকার্য্য সাঙ্গ হবে তথা!

রাজা। হ্যাঁ, বলেছিল শিল্পীরাজ!

বিদ্যা। চতুর্দ্দশ দিবস আজিকে—
অবশিষ্ট সপ্তাহ সময়—
এখন খুলিলে দ্বার, অসম্পূর্ণ রহিবে বিগ্রহ!
বিকলাঙ্গ করি জগন্নাথে
অনন্ত পাপের ভাগী হইব আমরা!

অ-রাণী। পাপ! পাপভাগী বহু পূর্ব্বে হয়েছ সকলে—
সেই বৃদ্ধে প্রভুর মন্দির মাঝে গুপ্ত হত্যা করে।
ছি ছি ছি! এখনও সঙ্কোচ সবার!
উপবাসী, অতি বৃদ্ধ, বায়ুরন্ধ্র হীন এই পাষাণের মাঝ—
ভেবেছ কি এতদিনে রয়েছে জীবিত?
এও কি সম্ভব কভু?—

রাজা। বেঁচে নাই! কিন্তু কেমনে নির্ণয় করি,
জীবিত কি মৃত—
দ্বার-মুক্ত করিতে নিষেধ!

উ রাজা। এক কথা, জীবিত যদ্যপি শিল্পী,
যন্ত্র নিয়ে দারু কাটি বিগ্রহ নির্মাণকালে,
সুনিশ্চিত শব্দ হবে তার!

রাজা। সত্য কথা! কিন্তু কোথা শব্দ!

অ-রাণী। দ্বার-দেশে কান পেতে শোন
শব্দ পাও? সাড়া পাও তার?

রাজা। না! একটুকু শব্দ নাহি কোথা!
সব যেন নীরব, অসাড়, মৌন এই প্রকোষ্ঠ মাঝারে
বিগ্রহ নির্মাণ চলিতেছে বলে প্রতীতি না হয়।

অ-রাণী। খোল দ্বার, বিলম্ব কোরো না!

রাজা। তাই করি, যদি থাকে মূর্চ্ছাগ্রস্ত অচৈতন্য হয়ে
হয়তো বা বাঁচাতে পারিব।—

বিদ্যা। মহারাজ! মিনতি আমার—
দ্বার-মুক্ত করিতে চেয়ো না!

রাজা। বিদ্যাপতি!

বিদ্যা। প্রভুর ইচ্ছায় শিল্পী করিতেছে বিগ্রহ নির্মাণ,
সে শিল্পীর জীবন, রক্ষক তার
তুমি আমি [illegible]—[illegible] রয়েছে যেথা
সেই প্রভু সমা[illegible] [illegible] করিছে গ্রহণ।

অন্ধ মোরা স্পর্দ্ধাভরে প্রভুর উপরে
চাহি প্রভুত্ব করিতে—
তাই এত দুঃখ-গ্লানি সহি।

রাজা। বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতি—

বিদ্যা। না—না দিব না খুলিতে দ্বার,
দেহে প্রাণ থাকিতে আমার
হেন কার্য্য সাধিতে না দিব।

অ-রাণী। ফিরে এলে নত শিরে অবন্তী-সম্রাট!
উত্তম! আমি নিজে খুলিব দুয়ার—
সাধ্য থাকে বাধা দাও মোরে।

বিদ্যা। মাতা—মাতা—

অ-রাণী। সরে যাও বিদ্যাপতি—
পথ ছাড় ত্বরা।

বিদ্যা। মাতা, পায়ে ধরি তব—

অ-রাণী। আঃ এখনও সম্মুখে রয়েছ!
অবন্তীর রাণী আমি—
আদেশ লঙ্ঘিবি মোর এত স্পর্দ্ধা তোর!
আমার মর্য্যাদা-হানি করিবি দুর্ম্মতি!
যারে সরে সম্মুখ হইতে!

বিদ্যা। নারায়ণ, একি মহা সমস্যায় ফেলিলে আমারে?
কী কর্ত্তব্য, কহ ভগবান্?

ললিতার প্রবেশ

তবু—তবু, মাতা......

ললিতা। না, না প্রভু—হয়োনা অবুঝ,

মহারাণীর আদেশ
করহ পালন !—
মিনতি আমার—ধরি পায়—
দোর খুলে দাও—শিল্পীকে বাঁচাও !
…আমি দেখিয়াছি—ওগো দেখেছি স্বচক্ষে—
বাবার মতোই সেই শিল্পী বৃদ্ধ, অথর্ব্ব, স্থবির,
এত বড় সুকঠিন কাজ
সে পারিবে কেন ?—ও বিশাল
দারুখণ্ড তুলিতে গিয়াই
পিতার আমার—

রাণী। উঃ—এসো—এসো বোন—
তোমার শবর শক্তি দিয়ে,
আমার আভিজাত্য স্পর্দ্ধাকে
উদ্দীপিত করো—
আমি খুলি…খুলি
মন্দিরের দ্বার—
বাঁচাই শিল্পীর প্রাণ !

বিদ্যা। বুঝিলাম বিধাতার খেলা !
তাই হোক তবে—
মুক্ত কর মন্দির দুয়ার !

রাণী ও ললিতা দুয়ার খুলিলেন, অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠীল। সেই অগ্নিশিখা মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলে তন্মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল

বিশ্বকর্ম্মা। অসম্পূর্ণ—অসম্পূর্ণ রহিল বিগ্রহ !

(সম্মুখে জগন্নাথ মূর্ত্তি)

রাজা। হের রাণী ! অসম্পূর্ণ দেবমূর্ত্তি !
বিকলাঙ্গ রহিলেন জগন্নাথ স্বামী !

অ-রাণী। শাস্তি দাও—শাস্তি দাও জগন্নাথ
হীনবুদ্ধি নারী আমি—
বিকলাঙ্গ করিনু তোমারে !

(বিগ্রহের পশ্চাতে নারায়ণের আবির্ভাব)

নারায়ণ। না, না, দুঃখ দূর কর মাতা—
লীলাচ্ছলে বিকলাঙ্গ হইয়াছি আপনি মাধব—
তুমি তার উপলক্ষ্য শুধু !

অ-রাণী। তবু, তবু—আমি অপরাধী !
নারায়ণ—নারায়ণ ! অভিশাপে ভস্ম কর মোরে !

নারায়ণ। অভিশাপে নহে দেবী—
বর দিনু তোমা—
জগন্নাথ স্বামীরূপে রথযাত্রা করি,
বৎসরে সপ্তাহ কাল
তোমার ভবনে আমি করিব বিশ্রাম।
রথারূঢ় জগন্নাথে দেখিবে যে-জন
স্থান তার বৈকুণ্ঠে নিশ্চয়।
মুক্ত করিয়াছ দ্বার এই মত মুক্ত রেখো ইহা,
জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের তরে।
মনে রেখো, উচ্ছিষ্ট রবে না হেথা,

ব্রাহ্মণ শূদ্রের হবে একত্রে ভোজন !
শ্রীক্ষেত্র পুরীর এই মন্দির অঙ্গনে
মানব-মিলন তীর্থ হইবে সৃজন !!
আর, শবর দুহিতা—ললিতা সুন্দরী—
ব্রাহ্মণ-সন্তান বিদ্যাপতি, শোন—
তোমাদের অপূর্ব প্রণয়—স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভুলি—
চিরস্মরণীয় করিবার তরে
দিনু বর—তোমাদের হতে
জাত বংশধর
হবে পরিচিত
'দইতা' নামেতে তাঁরা—
সেবা-অধিকারী মোর
হবে এ মন্দিরে—বংশ-পরম্পরা !

ইন্দ্র প্রভু নারায়ণ—
কৃপা করি দাও বর মোরে !

নারায়ণ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল
যাহা চাহিবে রাজন—
দিব আমি সুখে !

ইন্দ্র। এই বর চাহি, দেব—
আমি যেন হই বংশশূন্য !

সকলে। বংশশূন্য···!

ইন্দ্র। কেহ যেন নাহি রহে
বংশেতে আমার—

অধিকার এ মন্দিরে
করিতে স্থাপন !—

নারায়ণ। তাই হবে রাজা !
উৎকল রাজন !
বংশ-অনুক্রমে
হও মন্দির-রক্ষক,
'ঠাকুর রাজা'র নামে লভি পরিচয় !

উ-রাজা। ধন্য, ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন—
ধন্য এই ত্যাগ তব।

ইন্দ্র। ভুলো না—ভুলো না ভাই—
সাম্যক্ষেত্রে রহি, সাম্য-মন্ত্র আজি !
ধন্য শুধু—সাম্য সৌম্য মূর্ত্তি
ওই জগন্নাথ !

যবনিকা